দৈনন্দিন জীবনে মহানবী (সা.)

Prophet Muhammad (Sm)
In Everyday Life

এম আতাউর রহমান পীর
M Ataur Rahman Pir

শাহ আছদ আলী পীর (রহ.) ফাউন্ডেশন
Shah Asod Ali Pir (Rh) Foundation

মহানবীর (সা.) দৈনন্দিন কার্যাবলী

এম আতাউর রহমান পীর

স্বত্ব : ফিরোজা আক্তার

প্রকাশক : শাহ আছদ আলী পীর (রহ.) ফাউন্ডেশন
ষোলঘর, সুনামগঞ্জ

প্রকাশকাল : ০১ বৈশাখ ১৪১৬, ১৪ এপ্রিল, ২০০৯

প্রচ্ছদ : গোলাম আহাদ

অক্ষরবিন্যাস : মো. শাহারুল আলম

মূল্য : ১২০.০০ (একশত বিশ) টাকা

মুদ্রণ : চৌধুরী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ
পশ্চিম সুবিদবাজার, সিলেট

ISBN: 978-984-33-0233-6

Prophet Muhammad (Sm) in Everyday Life
by: M. Ataur Rahman Pir
Published by: Shah Asod Ali Pir (Rh) Foundation
Shologhar, Sunamganj

Price: Tk 120.00

উৎসর্গ

বিশ্বের শান্তিকামী নবী প্রেমিকদের উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

১. দ্য ক্রীড অভ্ ইসলাম- অনুবাদ
   মূল : আবুল হাশিম
২. ইসলাম কালজয়ী জীবনাদর্শ- প্রবন্ধ সংকলন
৩. জেনারেল ওসমানী- সম্পাদনা গ্রন্থ
৪. সুখের সন্ধানে- প্রবন্ধ সংকলন
৫. উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবহারিক রসায়ন
৬. স্নাতক ব্যবহারিক রসায়ন

Foreword

"*Al hamdu Lillah*" (Praise be to Allah, the Lord and sustainer of the world). It is a pleasure for me to publish this book "Prophet Muhammad (Sm) in Everyday Life". In the Holy Quran, the prophet of Islam, has been described as the best and the finest model for us. (33:21) Allah sent him (Sm) as the benificient for mankind. This book is written for the Bangla and English-speaking people of home and abroad, so that they can learn the way of life of our Beloved Prophet for the rewards here and the life after.

To encourage the people to follow the ideals of our Beloved Prophet I have concentrated my humble efforts on the essential aspects of the prophet's life, highlighting his superb qualities. I hope, this book will infuse love for our Beloved prophet. In the Holy Quran, the Almighty Allah announces: "O ye who believe! Obey Allah and obey the messenger and render not your actions vain." (47:33)

To become a true believer, it is necessary to know the day-to-day activities of our beloved prophet. The chapters of this

মুখবন্ধ

আলহামদুলিল- াহ (সকল প্রশংসাই আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার– যিনি সারা বিশ্বের প্রভু ও পালনকর্তা)। এটা অবশ্যই আনন্দদায়ক "দৈনন্দিন জীবনে মহানবী (সা.)" গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে। পবিত্র কোরানে মহানবীকে (সা.) 'মানুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (৩৩:২১) । আল- াহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁকে (সা.) মানবতার কল্যাণস্বরূপ তৈরি করেছেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কর্মকা- জানার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বাংলা ও ইংরেজি ভাষী জনগণ যাতে উপকৃত হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এ পুস্ড়কে মহানবীর জীবনের কর্মকা- সংযোজন করা হয়েছে এবং তাঁর (সা.) উন্নত জীবনের গুণাবলীর উলে- খ করা হয়েছে।

আমার বিশ্বাস–এ গ্রন্থে বর্ণিত হাদিসসমূহ পাঠের মাধ্যমে মুসলমান জনগণের অন্ড়রে নবী প্রেম বৃদ্ধি পাবে। পবিত্র কোরানে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন: 'হে ইমানদার লোকেরা! তোমরা আল- াহর আনুগত্য কর এবং রাসুলের অনুসরণ করো' (৪৭:৩৩)।

একজন মুমিন ব্যক্তির মহানবীর (সা.) দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। এ পুস্ড়কের মাধ্যমে বিশ্বের সেইসব মুসলমান উপকৃত হবেন যারা নবী প্রেমে নিজেকে নিয়োজিত রেখে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একনিষ্ঠ ভৃত্য হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে চান।

book are arranged with a view to foster a shared sense of identity with all the Muslims of the world who are striving to be true servants of Allah.

My sincere gratitude is due to Prof. Ati Ullah, Prof. Abdul Hannan, Prof. Oliur Rahman Chowdhury, Mr. Sirujul Islam Farooq, Hafiz Abdul Ahad Khan, Mr. Moin Uddin Choudhury, Mr. Shamsul Alam & Mr. Abid Faysal for their sincere assistance in compilation of this book. "*Jajakallahu Khairan*" (May Allah reward them all in this world and the world hereafter).

I am also thankful to my friends, colleagues and well-wishers with special mention of my wife Firoza, son Rumel, daughter Riya and daughters in law Dr. Bilkis and Akhi for their co-operation.

It will be highly appreciated if the learned readers kindly let me know of any typographical or informative errors or omission.

May Allah grant us will, courage and conviction to follow the path of Prophet Muhammad (Sm) in every step of our life.

Prof. Lt Col (BTFO) M. Ataur Rahman Pir
Principal
Madan Mohan College, Sylhet
Mob: 01711923373
e-mail: ataurpir@yahoo.com

এ পুস্ড়ক প্রকাশে অধ্যাপক আতী উল- াহ, অধ্যাপক আব্দুল হান্নান, অধ্যাপক অলিউর রহমান চৌধুরী, জনাব সিরাজুল ইসলাম ফার ক, হাফিজ আব্দুল আহাদ খান, সর্বজনাব মইন উদ্দিন চৌধুরী, শামসুল আলম ও আবিদ ফায়সাল আমাকে যে সহযোগিতা করেছেন, সেজন্য তাদেরকে জানাই আমার আন্ড়রিক কৃতজ্ঞতা। *জাজাকাল- াহু খাইরান* (আল- াহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কৃত কর ন)।

পুস্ড়ক প্রকাশে আগ্রহের জন্য আমার বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী এবং শুভানুধ্যায়ী বিশেষত: আমার স্ত্রী ফিরোজা, পুত্র র মেল, কন্যা রিয়া এবং পুত্রবধূ ডা. বিলকিস ও আঁখিকে জানাই আন্ড়রিক ধন্যবাদ।

পুস্ড়কে যেকোন ধরনের ভুলভ্রান্ড়ি সম্পর্কে পাঠকবৃন্দ আমাকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই সংশোধন করা হবে।

আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহানবীর (সা.) আদর্শ অনুসরণের তওফিক দান কর ন।

প্রফেসর লে. কর্নেল এম আতাউর রহমান পীর
প্রিন্সিপাল
মদন মোহন কলেজ, সিলেট
মোবাইল: ০১৭১১৯২৩৩৭৩
ই-মেইল: ataurpir@yahoo.com

আল- াহর নামে শুর

Beginning with The Name of Allah

১. মহানবী (সা.) বলেছেন: "যদি কোন কাজ 'বিসমিল- াহির রাহমানির রাহিম (অর্থাৎ: পরম কর ণাময় ও দয়ালু আল- াহর নামে শুর করছি)' বলে শুর করা না-হয় তাহলে সেই কাজে আল- াহতা'লার কোন সাহায্য পাওয়া যায় না"।

তাফসির ইবনে কাসির

1. The Messenger of Allah said: "Any activity not begun with the words *'Bismillahir-Rahmanir-Rahim* (i.e. with the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful)' is bereft of (from His blessings)".

Tafsir Ibn Kasir

নিয়ত
Motive

২. হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'সমস্ড় কাজ-কর্মই নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকটি মানুষ তেমনই প্রতিফল পাবে– সে যেমন নিয়ত করেছে।...'

বোখারী

2. Omar-bin-Al-Khattab (R) reported that the Messenger of Allah said: 'Actions are to be judged by intention. As the man intends, so is his rewards. ...'

Bukhari

৩. রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেন: 'কোন ব্যক্তি একটি ভাল কাজের নিয়ত করলো, কিন্ড়ু সেই কাজটি করতে পারলো না, তবু তার জন্য একটি সওয়াব লেখা হয়'।

বোখারী, মুসলিম

3. The Messenger of Allah said: 'Whoever intends to do a good work but can't do it, there is written for him one reward'.

Bukhari, Muslim

৪. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'আল- াহ তা'আলা তোমাদের শারীরিক গঠন ও ধন-সম্পদের দিকে লক্ষ করবেন না, বরং লক্ষ করবেন তোমাদের অন্ড়করণ ও কাজের দিকে'।

মুসলিম

4. Abu Hurairah (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Allah looks not for your figures, nor to your wealth, but He looks to your hearts and deeds'.

Muslim

ইসলামের স্ড়ম্ভ
The Pillars of Islam

৫. হজরত আব্দুল- াহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্ড়ম্ভের ওপর স্থাপিত। প্রথম, এ মৌলিক সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল- াহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল। দ্বিতীয়, নামাজ কায়েম করা; তৃতীয়, যাকাত আদায় করা; চতুর্থ, হজ করা এবং পঞ্চম, রমজান মাসে রোযা রাখা'।

বোখারী

5. Hazrat Ibn Omar (R) reported that the Messenger (Sm) of Allah said: 'Islam is based on five pillars: to testify that none has the right to be worshiped but Allah; and Mohammad (Sm) is the Messenger of Allah, to offer the compulsory prayer dutifully and perfectly; to pay Zakat, to perform Hajj; and to observe fasting *(sawm)* according to Islamic teaching in Ramadhan'.

Bukhari

ইমান
Belief

৬. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন আরবব্যক্তি রাসুলুল- াহ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- ামের কাছে এসে বললো: "হে আল- াহর রাসুল (সা.)! আমাকে এমন কাজের নির্দেশ দিন, যা করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারি'। রাসুল (সা.) বললেন: 'আল- াহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করো না, ফরজ নামাজ কায়েম করো, নির্ধারিত জাকাত আদায় করো এবং রমজান মাসের রোজা রাখো'। লোকটি বললো: 'সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমি কখনো এর মধ্যে বৃদ্ধিও করব না, আর এর থেকে কমও করবো না'। লোকটি যখন চলে গেলো, নবী করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বললেন: 'যদি কেউ কোনো বেহেশতি লোক দেখে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এ-ব্যক্তিকে দেখে নেয়"।

বোখারী, মুসলিম

6. Abu Hurairah (R) reported that a native Arab came to the Holy Prophet (Sm) and said: "Guide me to an action, which if I do, will certainly take me to Paradise'. The prophet (Sm) replied: 'You shall serve Allah, shall not associate with Him anything, keep up the prescribed prayers, pay the obligatory Zakat and keep fast of Ramadan'. He said: 'by Him in whose hand there is my life, I shall neither do more than this, nor lessen the least there from'. When that native Arab departed, the Holy Prophet (Sm) said: 'whoever is pleased to see a man of Paradise, let him look at this (man)".

Bukhari, Muslim.

৭. ওবায়দা বিন সামিত (রা.) বলেছেন: "আমি রাসুলুল- াহ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- ামকে বলতে শুনেছি: 'যে ব্যক্তি এই মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে: 'আল- াহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম আল- াহর রাসুল (অর্থাৎ: লা ইলাহা ইল- াল- াহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল- াহ)'- তার জন্য দোজখের দরজা হারাম করে দেওয়া হবে"।

মুসলিম

7. Obadah bin Swamet (R) reported: "I heard the Messenger of Allah says: whosoever bears witness that 'La Ilaha Illallahu Muhammadur Rasulullah (i.e. there is no God but Allah and Muhammad (Sm.) is the Apostle of Allah)', Allah will make hell prohibited for him".

Muslim

৮. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "মানুষ (নানা বিষয়ে) আলোচনা করতে থাকে। অবশেষে সে এ-পর্যন্ড় বলে বসে যে, (আচ্ছা) আল- াহ তো সব মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন, কিন্ড়ু আল- াহকে সৃষ্টি করলেন কে?' রাসুল (সা.) বলেন: যখন কেউ এরূপ কিছু অনুভব করবে তখনই যেন সে বিনা দ্বিধায় বলে উঠে: '*আমানতু বিল- াহি ওয়া রাসুলিহি* (অর্থাৎ: আমি আল- াহর ওপর ইমান এনেছি এবং তার রাসুলগণের ওপরও ইমান এনেছি)"।

বোখারী, মুসলিম

8. Abu Hurairah (R) reported that the Final Messenger of Allah said: "Man will continue to enquire till he will ask: 'Allah created all creation, but who had created Allah?' Then whoever perceives anything from that, let him say: *'Aaman tu billahhi wa Rasulihi* (i.e. I believe in Allah and His Apostle)".

Bukhari, Muslim

৯. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, সেই ব্যক্তি কখনো পূর্ণ ইমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ড় না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তার অন্য ভাই (বা প্রতিবেশী)-এর জন্যও তা-ই পছন্দ না করে'।

বোখারী, মুসলিম

9. Anas (R) reported that the Messenger of Allah said: 'I swear in the Name of Him in Whose hands there stands my life, nobody (truly) believes till he loves for his brother what he loves for himself.'

Bukhari, Muslim

১০. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "আল- াহর শপথ সে ইমানদার নয়! আল- াহর শপথ সে ইমানদার নয়!' লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : 'ইয়া রাসুলুল- াহ (সা.) কে ইমানদার নয়?' উত্তরে নবী করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বললেন: 'সে ব্যক্তি, যার প্রতিবেশি তার অনিষ্টতা ও ক্ষতি থেকে নিরাপদ নয়"।

বোখারী, মুসলিম

10. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: "He does not (truly) believe in Allah! he does not (truly) believe in Allah'. People questioned: 'Who, O Prophet of Allah?' Prophet replied: 'He from whose injuries his neighbour is not safe".

Bukhari, Muslim

১১. ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'সে ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন নয় যে পেটপুরে আহার করে আর তার প্রতিবেশী অনাহারী থেকে রাত কাটায়।'

বাইহাকী

11. Ibn Abbas (R) reported: I heard the Messenger of Allah says: 'He is not a (true) believer who eats his full, while his neighbours pass a hungry night'.

Baihaqi

১২. আল- াহর নবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'একজন ইমানদার (বিশ্বাসী) লোক আল- াহর নিকট কা'বা অপেক্ষাও সম্মানিত'।

ইবনে মাজাহ

12. The Messenger of Allah said: 'A believer is more honourable (to Allah) than the Ka'ba itself'.

Ibn Maja

১৩. আব্দুল- াহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার মুখের কটুক্তি ও

হাতের অনিষ্টতা থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর মুমিন সেই ব্যক্তি যার নিকট লোকেরা তাদের জান ও মাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে'।

বোখালী, মুসলিম

13. Abdullah bin Omar (R) reported that the Holy Prophet of Allah said: 'A Muslim is he from whose tongue and hands other Muslims are safe, and a believer is he in whom humans have an asylum for their lives and their properties'.

Bukhari, Muslim

১৪. আবু সাইদ-আল-খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে ব্যক্তির হৃদয়ে আল- াহ ও রাসুলের প্রতি অণু-পরমাণু পরিমাণও ইমান (বিশ্বাস) বিদ্যমান থাকবে তাকে দোজখ থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে'।

তিরমিযি

14. Abu Sayeed-Al-Khodri (R) reported that the Messenger of Allah said: 'Everybody who has an atom-weight of belief in his heart will be taken out of Hell'.

Tirmizi

১৫. হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমাদের কেউই প্রকৃত ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার নিকট তার পিতা, সন্ড়ানাদি ও সমস্ড় মানুষ অপেক্ষা আমিই অধিকতর প্রিয় হব'।

বোখারী, মুসলিম

15. Anas (R) reported, the Messenger of Allah said: 'Nobody believes (truly) till I become to him dearer than his parents, children and all mankind'.

Bukhari, Muslim

১৬. আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি কেবল আল- াহরই জন্য কাউকে ভালবাসলো, আল- াহরই জন্য কারো সঙ্গে শত্রুতা করল, আল- াহরই জন্য কাউকে কিছু দিল এবং আল- াহরই জন্য কাউকে কিছু দেওয়া বন্ধ করল বা দিতে নিষেধ করল, সে তার ইমানকে পূর্ণ করে নিল'।

আবু দাউদ, তিরমিযি

16. Abu Oma'mah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'Whoever loves any other person for the sake of Allah, hates any other person for the sake of Allah, gives alms to please Allah, and withholds for fear of Allah, has indeed perfected faith'.

Abu Daud, Tirmizi

ইমানদার
Believer

১৭. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'বিশ্বাসী ব্যক্তি সহজ সরল এবং হিতাকাঙ্ক্ষি, আর পাপী ব্যক্তি ধূর্ত ও কাপুর ষোচিত'।

আবু দাউদ, তিরমিযি

17. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'The believer is simple, beneficent; and the sinner is cunning, cowardly'.

Abu Daud, Tirmizi

১৮. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'বিশ্বাসী ব্যক্তি আল- াহর কাছে অনেক ফেরেশতা অপেক্ষাও সম্মানিত'।

ইবনে মাজাহ

18. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'The believer is more honourable to Allah than many of His angels'.

Ibn Majah

১৯. হজরত ওসমান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, সে নিশ্চিতভাবে জানবে–'আল- াহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই (লা-ইলাহা ইল- াল- াহ)', সে বেহেশতে প্রবেশ করবে"।

মুসলিম

19. Osman (R) reported that the Messneger of Allah said : 'He who dies, knowing (truly) that there is no deity but Allah (La Ilaha Illallah), will enter Paradise'.

Muslim

নিয়মিত কর্ম
Regular Deeds

২০. আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: ‘সেইসব কর্মকা–ই আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার নিকট অত্যধিক পছন্দনীয়–যা নিয়মিতভাবে করা হয়; যদিও তা খুবই অল্প হয়’।

বোখারী, মুসলিম

20. A’isha (R) reported that the Messenger of Allah said: ‘The deeds most loved by Allah are those which are done regularly, even if they are small ones’.

Bukhari, Muslim

রাত্রিতে জাগরণ এবং ভোরে শয্যা ত্যাগ
Waking up at Night & Rising in the Early Morning

২১. হজরত আয়শা (রা.) বলেছেন যে: 'রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম রাতের প্রথমাংশ শয়ন করে কাটাতেন আর রাতের শেষাংশ এবাদতে (উপাসনায়) দ ায়মান থাকতেন'।

বোখারী, মুসলিম

21. A'isha (R) said: 'The Prophet used to sleep during the earlier part and stood praying during the later part of the night'.

Bukhari, Muslim

২২. আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'রাতের বেলা জাগ্রত হয়ে নামাজ পড়া তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক করা হয়েছে, কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী ধার্মিকগণের এটা ছিল অভ্যাস। এটা তোমাদেরকে তোমাদের রবের (প্রভুর) নিকটবর্তী নিয়ে যায়, খারাপ কাজের প্রতিকার করে এবং পাপ প্রতিরোধ করে'।

তিরমিযি

22. Abu Umama (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Getting up at night is enjoined upon you, for it was the practice of the pious before you. It brings you near to your *Rabb* (Lord) and is an atonement for evil deeds and a restraint from sins'.

Tirmidhi

২৩. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে রাতের বেলা ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে উভয়ে মিলে দুই রাকাত নামাজ (তাহাজ্জুদ) পড়ে তা'হলে তাদের নাম আল- াহর প্রিয় বান্দাদের খাতায় লেখা হয়'।

আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

23. Abu Hurairah (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'When a man wakes up his wife at night and they pray two *rak'at* (a section of prescribed prayer i.e. *Tahajjud salat*) together, they are written down among the men and women who remember Allah'.

Abu Dawud, Ibn Maja

২৪. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'কোন ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার ঘাড়ের পিছন দিকে তিনটি গিরা লাগায়। প্রত্যেক গিরায় সে এই পড়ে ফুঁক দেয়, রাত অনেক দীর্ঘ, কাজেই ঘুমাও। যদি (ঘটনাচক্রে) তার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সে আল- াহর কিছু জিকির করে তা'হলে একটি গিরা খুলে যায়। আর যদি সে অজু করে নেয় তা'হলে আরও একটি গিরা খুলে যায়। এরপর যদি ঐ ব্যক্তি নামাজ পড়ে নেয় তা'হলে তৃতীয় গিরাটিও খুলে যায় এবং সকালে হাসিখুশি ও আনন্দচিত্তে তার কাজকর্ম শুর" হয়। অন্যথায় তার সকাল শুর" হয় শুধু মানসিক ক্লেদ ও আলস্যের মধ্য দিয়ে'।

বোখারী, মুসলিম

24. Abu Huraira (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'When one of you sleeps, *Shaitan* (i.e. the Evil one) ties three knots at the back of his neck, and tightens each knot with (the word): You have a long night, so sleep. When one wakes up and remembers Allah, the first knot is untied; when one performs ablution, the second is untied; and when one prays, the third is untied; and one starts the day energetically and in good spirits. Otherwise, one will begin the morning in a bad humour, and full of sloth'.

Bukhari, Muslim.

২৫. হুজাইফা (রা.) বলেছেন: "নবী করিম সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম যখন শয্যায় যেতেন, তখন গালের নীচে হাত রাখতেন। তারপর বলতেন: 'আল- াহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া (অর্থাৎ- হে আল- াহ, তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করছি ও জাগ্রত হচ্ছি)'। তিনি (সা.) ঘুম থেকে যখন জাগতেন

তখন বলতেন: '*আলহামদু লিল- া হিল- াজি আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর* (অর্থাৎ: সকল প্রশংসাই সেই আল- াহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যু দান করার পর পুনরায় জীবন দান করেছেন। আর তাঁর নিকট আমাদের ফিরে যেতে হবে)"।

বোখারী

25. Hudhaifa (R) said: "The Prophet, when he lay down at night, used to place his hand under his cheek and then say: '*Allahumma bismika amutu wa ah yea* (i.e. O Allah, in Your name I die and live)' and when he woke up, he said: '*Alhamdu lillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nushur (i.e.* All praise be to Allah who gave us life, after He had given us death, and to Him is the return)".

Bukhari

ডান হাতের ব্যবহার
The Use Of The Right Hand

২৬. হজরত আয়েশা (রা.) বলেছেন: 'রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম পবিত্রতা অর্জন করা (যেমন ওজু, গোসল) এবং খাদ্য গ্রহণের জন্য সবসময়ই তাঁর (সা.) ডান হাত ব্যবহার করতেন, অপরদিকে শৌচকাজসহ এরূপ অন্যান্য কাজে বাম হাত ব্যবহার করতেন'।

আবু দাউদ

26. A'isha (R) said: 'The right hand was used by the Messenger of Allah for his ablution and for taking food, and his left hand was used in the toilet and the like'.

Abu Dawud

২৭. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমরা যখন কাপড় পরিধান কর বা ওজু কর, তখন তোমাদের ডানদিক থেকে শুর" কর (ইহা উত্তম)'।

আহমদ, আবু দাউদ

27. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'When you dress up or when you make ablution, begin from your right hand sides'.

Ahmad, Abu Daud.

প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া
The call of Nature

২৮. আনাস (রা.) বলেন: "রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম যখন প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে শৌচাগারে যেতেন তখন '*আল- াহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবুসে ওয়াল খাবাইস* (অর্থাৎ, হে আল- াহ! আমি অপবিত্র বস্তু ও অপবিত্রতা থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি)'-এ দোয়া পড়তেন'।

বোখারী, মুসলিম

28. Anas (R) said: "The Messenger of Allah, When he entered the toilet, used to say: '*Allahumma inni audhu bika minal Khubuthi wal khaba-ith* (i.e. O Allah, I seek refuge in You from all kinds of evils)".

Bukhari, Muslim

২৯. হজরত আয়েশা (রা.) বলেছেন: "নবী করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন শৌচাগার থেকে প্রাত্যহিক কাজ সেরে বের হয়ে আসতেন, তখন '*গুফরানাকা* (অর্থাৎ: হে আল- াহ! আমি তোমার পরিপূর্ণ ক্ষমা ও মার্জনা প্রার্থনা করি)'-এ দোয়া পড়তেন"।

তিরমিযি, ইবনে মাজাহ

29. A'isha (R.) said: 'The Prophet (Sm.), when he came out of the toilet, used to say: *'Ghufranaka* (i.e. Grant your forgiveness)'.

Tirmizi, Ibn Mazah

৩০. উমর (রা.) বলেন: "রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম আমাকে একদিন দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে দেখেন'। নবী (সা.) বলেন: 'হে উমর! দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করো না'। তাই এর পর থেকে আমি (উমর) আর কখনো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করি নি"।

তিরমিযি

30. Umar (R) said: "The Prophet saw me passing water while standing. He said: 'O Umar, do not pass water standing.' So after that I (Umar) did not pass water standing".

Tirmidhi

ওজু
Ablution

৩১. উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'ওজু করার সময় কেউ যদি উত্তমরূপে ওজু করে তা'হলে তার শরীরের সব গুনাহ (পাপ) এমনকি তার নখের নিচের গুনাহও বের হয়ে যায়'।

মুসলিম

31. Uthman Ibn Affan (R) reported that the Messenger of Allah said: 'He who makes ablution and makes it in the best way, his sins leave his body, even from beneath his nails'.

Muslim

৩২. হুজাইফা (রা.) বলেছেন: 'রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম যখন তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য ঘুম থেকে উঠতেন তখন মিসওয়াক দ্বারা ঘষে মুখ পরিষ্কার করতেন'।

বুখারী, মুসলিম

32. Hudhaifa (R) said: 'The Messenger of Allah, when he got up from sleep, for *Tahajjud* prayer, cleansed his mouth with a tooth-sticks'.

Bukhari, Muslim

৩৩. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'আমার উম্মতগণ ওজুর প্রভাবে রোজ কেয়ামতের দিন দীপ্তিমান মুখমন্ডল ও হাত-পা নিয়ে উঠবে। কাজেই তোমরা যারা সক্ষম তারা অধিক দীপ্তিসহ উঠতে চেষ্টা কর'।

বোখারী, মুসলিম

33. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'My followers will come up on the Resurrection Day with their faces, hands, ankles and feet shining as effects of

ablution. So whoever among you is able, let him strive to rise up with more brightness'.

Bukhari, Muslim

৩৪. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত: "একদা রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম একটি কবরস্থানে গিয়ে বললেন: 'তোমাদের প্রতি শান্ড়ি বর্ষিত হোক, এটা তো ইমানদারদের কবরস্থান। ইনশাআল- াহ আমরাও অচিরেই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবো। আমাদের মনে আমাদের ভাইদের দেখার আকাঙ্ক্ষা জাগে। যদি আমরা তাদের দেখতে পেতাম!' সাহাবাগণ বললেন: 'হে আল- াহর রাসুল, আমরা কি আপনার ভাই নই?' জবাবে রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বললেন: 'তোমরা হচ্ছো আমার সঙ্গীসাথি। আর যেসব ঈমানদারগণ এখনও এ-দুনিয়াতে আগমন করেনি তারা হচ্ছে আমার ভাই'। তারা (সাহাবীরা) বললেন: 'হে আল- াহর রাসুল, আপনার উম্মতের যারা এখনো (দুনিয়াতে) আসেনি, আপনি তাদেরকে কীভাবে চিনতে পারবেন?' তিনি (সা.) বললেন: 'অনেকগুলো কালো ঘোড়ার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির কপাল চিত্রা একটি ঘোড়া থাকে, তবে কী সে উক্ত ঘোড়াটিকে চিনতে পারবে না?' তাঁরা বললেন: 'হে আল- াহর রাসুল, তা অবশ্যই পারবে'। তখন রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বললেন: 'তারা (আমার উম্মতগণ) ওজুর প্রভাবে জ্যোতির্ময় চেহারা ও হাত-পা নিয়ে উপস্থিত হবে। আর আমি আগেই (তাদের জন্য) হাওজে কাওসারের নিকটে উপস্থিত থাকবো"।

মুসলিম

34. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah came to a graveyard and said: "Peace be on you. This is a graveyard of the believers, and if Allah wills, we shall join you soon. Would that we could see our brethren!' They (companions) said: 'O Messenger of Allah: Are we not your brethren?' He said: 'You are my companions, and our brethren will be those who have not yet been born to this world'. They asked: 'O Apostle of Allah, how would you recognise those who have not till been born?' He replied: 'Tell me whether he recognises his horse or not if the man has a horse with spotted head among horses of intensely black colour.' They said: 'Yes, O Messenger of Allah'. He said: 'They will surely come up with white face, arms and leg as effects of ablution. I shall wait for them by the Fountain (how-ze-kawsar)".

Muslim

ওজুর শেষে দোয়া
Dua at the end of Ablution

৩৫. রাসুল (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি যথাযথভাবে অজু করে এই দোয়া পড়ে: *'আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল- াল- াহু, ওয়াহদাহু, লা শারীকালাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রাসুলুহু। আল- াহুম্মাজ আলনী মিনাত তাওয়াবীনা, ওয়াজ আলনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীন* (অর্থাৎ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল- াহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম আল- াহর বান্দা ও রাসুল। হে আল- াহ, যারা তওবা করে আমাকে তাদের অন্ড়র্ভুক্ত কর, এবং যারা পাপ ও শিরিক থেকে পবিত্র, আমাকে তাদের মধ্যে সামিল কর)'– তাহলে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে, তার ইচ্ছানুযায়ী যেকোনটি দিয়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে"।

তিরমিযি

35. The Messenger of Allah said: "Any one who performs ablution & does it thoroughly, then says: *'Ashhadu al laa ilaaha illallaahu wahdahu la shareekalahu, wa ashhadu anna Muhammadan a'bduhu wa Rasuluhu. Allahummaj-al nee minat tawwabeena wajalnee minal mutatah hireen* (i.e. I bear witness that there is no God but Allah. He is the One, there in no associate with Him, and that Muhammad (Sm.) is his servant and His Messenger; O Allah, make me one of those who turn to you again and again and make me one of those who purify themselves)', all eight doors of paradise will be kept open for him, he enters paradise through whichever of the doors he pleases".

Tirmizi

তায়াম্মুম
Tayammum

৩৬. হুজাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'অন্য সবলোকের চেয়ে তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আমাদের কাতার বা সারি ফেরেশতাদের কাতার বা সারির মতো করা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবী আমাদের জন্য মসজিদ করে দেওয়া হয়েছে, আর পানি না পেলে পৃথিবীর মাটিকে আমাদের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করে দেওয়া হয়েছে'।

মুসলিম

36. Huzaifah (R.) reported that the Final Messenger of Allah said: 'We have been given superiority over the people for three things: our ranks are formed like the ranks of the angels, and the earth – the entire of it, has been made a prayer-place for us, and its dust has been made a means of purification for us when water is not available'.

Muslim

৩৭. আবু জর গিফারি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'দশ দিন পর্যন্ড় পানি না পেলেও মাটিকে মুসলমানদের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করে দেওয়া হয়েছে। তবে যখন পানি পাওয়া যাবে তখন ইহা দ্বারা শরীর ধৌত করে পবিত্রতা অর্জন করা উত্তম'।

আহমদ, তিরমিযি

37. Abu Dharr Gifari (R) reported that the Messenger of Allah said: 'Pure earth suffices for the ablution of a muslim even though he does not find water for 10 (ten) days. Then when he finds water, let him wash his body with it because that is the better way of attaining purification'.

Ahmad, Trimizi

গোসল
Bathing

৩৮. মহানবী (সা.) এর স্ত্রী হজরত আয়েশা (রা.) বলেছেনঃ "রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম যখন জানাবাত (স্ত্রী সহবাসের কারণে অপবিত্র) অবস্থায় পাক হওয়ার জন্য গোসল করতেন তখন তিনি প্রথমে হাত দু'খানা ধৌত করতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। এরপর নামাজের ওজুর ন্যায় ওজু করতেন এবং তারপর হাতে পানি নিয়ে আঙ্গুলগুলোকে চুলের গোড়ায় প্রবেশ করিয়ে দিতেন। অতঃপর তিন অঞ্জলি পানি মাথার উপর ঢালতেন। পরে সারা শরীরে পানি ঢেলে গোসল শেষ করতেন'।

বোখারী

38. The wife of the last Prophet, A'isha (R) said: 'Usually the Prophet, when bathing after *Janabah* (impurities for sexual purpose) began by washing his hands. Then he pured water on his left hand by his right hand and washed the private parts. Then he made ablution as for prayer. Then he put his fingers in water and ran them through the roots of his hair and then poured three handfuls of water with his hands over his head, and then let the water flow all over his body'.

Bukhari

৩৯. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "তোমরা কি মনে কর, যদি কারো ঘরের দরজায় কোন নদী থাকে এবং তাতে ওই ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচবার করে নিয়মিত গোসল করে, তবে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে?' সাহাবীগণ বললেন: 'না, তার দেহে কোন ময়লাই থাকবে না।' তখন নবী করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বললেন: 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দৃষ্টান্তও ঠিক এরকম (আল- াহ এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মাধ্যমে যাবতীয় গুনাহ দূর করে দেন)"।

বোখারী

39. Abu Hurairah (R) reported that the Final Messenger of Allah said: "If there was a river at the door of (the house of) one of you, and he bathed in it five times every day, would you say that any dirt would be left on his body?' They said: 'No dirt at all would be left on his body.' The Prophet said: 'That is the example of the five times prayers by which Allah washes away sins".

Bukhari

৪০. আবদুল- াহ (রা.) থেকে বর্ণিত: "আমি রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- ামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আল- াহর নিকট কোন কাজটি সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়'। তিনি (সা.) বলেন: 'যে নামাজ তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করা হয়"।

বোখারী

40. Abdullah (R) said: "I asked the Prophet, 'Which deed was loved most by Allah, the Exalted'. The Prophet said: 'Prayer which is performed at its right time".

Bukhari

৪১. হজরত আবদুল- াহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'জামাতের সহিত পড়া নামাজ, একাকী পড়া নামাজ অপেক্ষা সাতাশ গুণ অধিক উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন'।

বোখারী

41. Abdullah Ibn Umar (R) reported that the Messenger of Allah said: 'Prayer in congregation is twenty seven times better than the prayer performed singly'.

Bukhari

৪২. উসমান ইবনে আফফান (রা.) বলেছেন, আমি রাসুলুল- াহ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- ামকে বলতে শুনেছি: 'যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামায়াতের সঙ্গে পড়ল সে যেন অর্ধরাত অবধি নামাজ পড়ল। আর যে ব্যক্তি এশা ও ফজরের নামাজ জামায়াতের সঙ্গে পড়ল সে যেন সারা রাত নামাজ পড়ল'।

তিরমিযি

42. Uthman Ibn Affan (R) reported that the Final Messenger of Allah said: "For him who is present for *'Isha'* in congregation is (the reward of) standing half the night (in prayer), and for him who is present for *'Isha'* and *Fajr* (dawn prayer) in congregation is (the reward of) standing all night in prayer".

Tirmidhi

৪৩. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমাদের কেউ যখন নামাজে লোকদের ইমামতি করে, সে যেন নামাজ সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ণ ও বৃদ্ধ লোক থাকতে পারে। তবে তোমাদের মধ্যে কেউ যখন একাকি নামাজ পড়ে, তখন সে ইচ্ছামতো নামাজ দীর্ঘ করতে পারে'।

বোখারী, মুসলিম

43. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'If one of you leads the people in prayer, he should not make it too long, for among them are the sick, the weak and the old; but if one of you prays by himself, he may prolong it (as much as) he wishes'.

Bukhari, Muslim

৪৪. আবু আইয়ূব আল আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত: "একদিন একজন লোক মহানবী সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম এর কাছে এসে বলল: 'আমাকে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দিন।' নবী করিম (সা.) বললেন: 'তুমি যখন নামাজে দাঁড়াবে, তখন তুমি এমনভাবে নামাজ আদায় করবে যেন এটাই তোমার জীবনের শেষ নামাজ; এমন কোন কথা বলবে না যে জন্য পরবর্তীতে তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে; এবং অন্য মানুষের নিকট যাহা আছে তেমন কোন কিছুর প্রত্যাশা করো না"।

আহমদ

44. Abu Ayyub Al-Ansari (R) reported: "A man came to the Prophet and said: 'Give me some small advice'. The Messenger of Allah said: 'When you stand up for your prayer, pray as if it was your last prayer; do not say a word for which you will have to make an excuse the coming day; and build no hope on what is at the hands of men."

Ahmed

৪৫. ইবনে উমর (রা.) নবী করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম (সা.) বলেছেন: 'কিছু কিছু নামাজ তোমাদের ঘরে পড় এবং ঘরগুলোকে কবরে পরিণত কর না'।

বোখারী

45. Ibn Umar (R) reported that the Prophet said: 'Perform some of your prayers at your houses, and do not make those (your houses) graves'.

Bukhari

৪৬. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত: 'রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম রাতের বেলার নামাজে উচ্চস্বরে কোরান তেলাওয়াত করতেন অপরদিকে দিনের বেলার নামাজে নিম্নস্বরে কোরান তেলাওয়াত করতেন'।

আবু দাউদ

46. Abu Hurairah (R) said: 'The Messenger of Allah while reading (in prayer) at night times used to do in a loud voice and at day times in a soft voice'.

Abu Dawud

ফজরের নামাজ
Fajr Prayer

৪৭. হজরত আয়েশা (রা.) বলেছেন: 'ফজরের নামাজের আজান ও আ'কামতের মধ্যবর্তী সময়ে রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম দুই রাকা'আত নামাজ পড়তেন এবং তিনি তা সংক্ষিপ্তভাবে পড়তেন'।

বোখারী, মুসলিম

47. A'isha (R) said: 'The Messenger of Allah used to pray two short *rak'at* between the call of *Azan* and the *Iqamah* of the *Fajr* prayer'.

Bukhari, Muslim

৪৮. আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি দুটি ঠান্ডা সময়ের নামাজ পড়ে (ফজর ও আসর) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।

বোখারী, মুসলিম

48. It was reported from Abu Musa (R) that the Messenger of Allah said: 'He who prays both morning (Fajr) and afternoon (Asar) prayers will enter paradise'.

Bukhari, Muslim

৪৯. নবী করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম এর স্ত্রী হজরত আয়েশা (রা.) বলেছেন: 'রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম এমন সময় ফজরের নামাজ পড়তেন যে, নামাজ শেষে স্ত্রীলোকেরা শরীরে কাপড় জড়িয়ে ঘরে ফিরতো। কিন্তু তখনও এরূপ অন্ধকার থাকতো যে তাদের কাউকে চেনা যেতো না'।

বোখারী

49. A'isha (R) said: 'When the Messenger of Allah performed the morning prayer, the women returned covered in their sheets, but they could not be recognized because of darkness'.

Bukhari

জোহরের পূর্ব নামাজ (ইশরাক নামাজ)
Forenoon (Ishraq) Prayer

৫০. মোয়াজ ইবনে আনাস আলজুহানি থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'কোন ব্যক্তি যদি ফজরের নামাজের পর মসজিদ থেকে বের না হয়ে ওইখানে বসে থাকে এবং সূর্য ওঠার পর দুই রাকা'আত নামাজ (ইশরাক) পড়ে তা'হলে তার জীবনের সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনাতুল্য হয়ে থাকে"।

আবু দাউদ

50. Mu'adh Ibn Anas Al Juhani reported that the Messenger of Allah said: 'He who keeps himself sitting in the place where he has performed his Fajr prayer instead of leaving the place, till he praises (Allah with) two *rak'at* of forenoon prayer (Ishraq) after sunrise, his sins are forgiven, even if they were more than the foams of the sea in volume'.

Abu Dawud

জোহরের নামাজ
Zuhr Prayer

৫১. জাবির বিন সামুরা (রা.) বলেছেন: 'রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম সূর্য যখন মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে হেলে পড়তো তখন জোহরের নামাজ আদায় করতেন'।

ইবনে মাজাহ

51. Jabir bin Samura (R) said: 'The Prophet (Sm) used to pray Zuhr when the sun glides westward from up above the head'.

Ibn Maja

৫২. আবদুল- াহ ইবনে শুয়াইব (রা.) বলেছেন: "রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম সূর্য মধ্যাকাশ থেকে হেলে যাওয়ার পর জোহরের নামাজ পড়ার পূর্বে চার রাকা'আত নামায পড়তেন এবং বলতেন, 'এটা সেই সময় যখন বেহেশতের দরজাসমূহকে খোলে দেওয়া হয় এবং আমি চাই যে আমার ভাল কাজগুলো এই সময়ে সেখানে (বেহেশত) পৌঁছে দেওয়া হোক"।

তিরমিযি

52. Abdullah Ibn Shua'ib (R.) reported: "The Messenger of Allah used to pray four *rak'at* after the sun declined, before the noon prayer, and he said: 'this is the hour when the gates of heaven are opened, and I wish that a righteous deed of mine might rise up (to heaven) during this hour".

Tirmidhi

জুম'আর নামাজ
Jumma Prayer

৫৩. আব্দুল- াহ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "যে ব্যক্তি জুম'আর আজান শুনলো, তার জন্যেই জুম'আর নামাজ পড়া ফরজ (অবশ্য কর্তব্য)"।

আবু দাউদ

53. Abdullah bin Amr (R) reported that the Holy Prophet of Allah said: 'Jumma Prayer is upon one who hears prayer-call'.

Abu Daud

৫৪. তারেক বিন শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'ক্রীতদাস, মহিলা, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তি– এ চারদল ব্যতিত সকল মুসলমানের জন্য জামায়াতে জুম'আর নামাজ পড়া ফরজ'।

আবু দাউদ

54. Ta'req-bin-Shehab (R) reported that the Messenger of Allah said: Jumma is a truth binding upon every Muslim in congregation except four: Covenanted slave, woman, child or sick man.

Abu Daud

৫৫. আবুল জাদাজ জুমায়রি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি অবহেলা বশত: পরপর তিন জুম'আর নামাজ ছেড়ে দিয়েছে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার অন্ড়রে মোহর অঙ্কিত করে দেন (অর্থাৎ: নেক কাজের প্রবৃত্তি নষ্ট করে দেন)।'

আবু দাউদ

55. Abul Ja'adaz Zumairi (R) reported that the Messenger of Allah said: 'Whoso gives up three Friday Prayers by way of neglecting them, Allah will seal his heart.'

Abu Daud

আসরের নামাজ
'Asr Prayer

৫৬. হজরত আয়েশা (রা.) বলেছেন: 'নবী করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম যে সময় আসরের নামাজ পড়তেন তখনও সুর্যের কিরণ আমার কামরার মধ্যে ঝলমল করতো এবং তা কামরার মধ্য থেকে কখনো উপরের দিকে (দেয়ালে) উঠে যেতে না'।

ইবনে মাজাহ

56. Aisha (R) said: 'The Prophet (Sm) prayed *'Asr* at the time when the sun was shining in my room. The afternoon shade was not yet apparent'.

Ibn Maja

৫৭. ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি আসরের নামাজ কাজা করলো বা পরিত্যাগ করলো তার পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ সবই যেনো ধ্বংস হয়ে গেলো'।

বোখারী, মুসলিম

57. Ibn Umar (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'He who leaves the *'Asr* prayer is like one who has lost (some of) his family and his property'.

Bukhari, Muslim

মাগরিবের নামাজ
Maghrib Prayer

৫৮. সালামা (রা.) বলেছেন: 'সূর্য অস্ড়মিত হয়ে অদৃশ্য হলেই আমরা রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- ামের সঙ্গে মাগরিবের নামাজ আদায় করতাম'।

বোখারী

58. Salama (R) said: 'We used to pray the *Maghrib* prayer with the Prophet (Sm) when the sun had just disappeared into its place of seclusion'.

Bukhari

এশার নামাজ
Isha Prayer

৫৯. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'এশা ও ফজরের নামাজের মত আর কোন নামাজ মুনাফিকদের কাছে বেশী ভারী বোঝা বলে মনে হয় না। তবে যদি তারা জানত এই দুই নামাজের মধ্যে কী বরকত লুকিয়ে আছে তা'হলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই দুই নামাজে (জামাতে) শরীক হতো'।

বোখারী, মুসলিম

59. Abu Hurairah (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'No prayer is more burdensome to the hypocrites than the *Fajr* prayer and the *Isha* prayer, but if they knew what (blessings) lie in them they would certainly come for them, even if they had to crawl'.

Bukhari, Muslim

বিতরের নামাজ
Witr Prayer

৬০. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলে করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি আশঙ্কা করে যে, সে শেষ রাতে উঠতে পারবে না, সে যেন রাতের প্রথমাংশে বিতর পড়ে নেয়। আর যার শেষ রাতে ওঠার সখ আছে, সে যেন শেষ রাতেই বিতর পড়ে। কারণ শেষ রাতের নামাজে ফেরেশতারা হাজির থাকেন এবং এটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার কথা'।

মুসলিম

60. Jabir (R) reported that the Messenger of Allah said: 'He who fears that he will not get up in the later part of the night should do the *Witr* in the first part of it; and he who eagerly wishes to get up in the later part of it should do the *Witr* then, for prayer in the later part of the night is witnessed by the angles and that is a matter of greatest worth (for men)'.

Muslim

তাহাজ্জুদের নামাজ
Tahajjud Prayer

৬১. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'ফরজ নামাজের পর রাতের শেষাংশের নামাজ (তাহাজ্জুদ নামাজ) হচ্ছে সর্বোত্তম'।

আহমদ

61. Abu Huraira (R) reported that he heard the Messenger of Allah say: 'The best prayer after the obligatory one is the prayer in the middle of the night'.

Ahmad

৬২. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলে করিম সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'প্রতিরাতেই এমন একটা সময় রয়েছে যে সময়ে কেউ যদি মহান আল- াহ রাব্বুল আলামীনের নিকট ইহকাল বা পরকালের জন্য কিছু কামনা করে তা'হলে অবশ্যই তা কবুল করা হয়'।

মুসলিম

62. Jabir (R) said that he heard the Final Messenger of Allah say: 'Every night there is a time when, if any Muslim stays up and seeks to Allah the good of this world and of the world hereafter, the prayer will necessarily be granted'.

Muslim

৬৩. আয়েশা (রা.) বলেছেন: 'রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম যখন রাতের বেলা জাগ্রত হতেন তখন দুই রাকাত নামাজ (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন'।

মুসলিম

63. A'isha (R) said: 'The Messenger of Allah, when he got up at night, started his prayer with two short *rak'ats* of Tahajjud'.

Muslim

কসরের নামাজ
Shortening of Prayer

৬৪. রাসুল (সা.) বলেছেন: 'কসর সালাত আল- াহর পক্ষ থেকে একটা উপহার। যা তিনি তোমাদের দান করেছেন, কাজেই তাঁর দান গ্রহণ কর'।

মুসলিম

* (ভ্রমণের সময় জোহর, আসর ও এশার ৪ রাকাত ফরজ সালাত সংক্ষিপ্ত করে ২ রাকাত পড়তে হয়, যাকে কসর বলে। তবে ফজর, মাগরিব ও বিতর সালাত অপরিবর্তিত থাকে।)

64. The Messenger (Sm) of Allah said: 'Qsr (shortening) of prayer is a gift from Allah, which He has bestowed upon you. So accept His gift.'

Muslim

* (on a journey the obligatory Zuhor, Asr and Isha prayers each of which consists of four rakats are shortened to two rakats. The Fajr, the Magrib and the Witr prayers remain as they are)."

সালাতের নিষিদ্ধ সময়
Forbidden times of Prayer

৬৫. উকবাহ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত: 'তিনটি সময়ে সালাত আদায় করতে এবং মৃতকে দাফন করতে নবী করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম নিষেধ করতেন: (১) সূর্যোদয়ের সময়, যতক্ষণ তা পূর্ণভাবে উদিত না হয়; (২) দ্বিপ্রহরে, সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে থাকে- যতক্ষণ তা পশ্চিমে ঢলে না যায় এবং (৩) সূর্যাস্তের সময়, যে পর্যন্ত তা পূর্ণভাবে অস্ত না যায়'।

মুসলিম

65. Oqbah-bin-Amer (R) reported: 'There are three times in which the Messenger of Allah prohibited to pray or to bury our dead: (i) the time when the sun begins to rise till it is up in full, (ii) the time when the sun stands up above the head till it inclines, and (iii) the time when the sun is about to set till it is fully set".

Muslim

জাকাত
Zakat

৬৬. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "যাকে আল- াহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন, আর সে ইহার জাকাত দান করে নি, কেয়ামতের দিন তার সেই সম্পদকে তার জন্য মাথায় টাক পড়া একটি সাপ স্বরূপ তৈরি করা হবে–যার মাথার উপর থাকবে দুটি বিষাক্ত কালো দাগ (দাঁততুল্য), ওই সাপকে তার (সম্পদশালী ব্যক্তির) গলায় বেড়ি স্বরূপ পরিয়ে দেওয়া হবে। উক্ত সাপটি আপন মুখের দুই দিক দ্বারা তাকে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সংরক্ষিত অর্থ'। অত:পর রাসুল (সা.) কোরানের একটি আয়াত পাঠ করলেন; যার অর্থ হচ্ছে: 'আল- াহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন মনে না করে যে, এই কৃপণতা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। না... বরং এটা তাদের পক্ষে নিতান্ড়ই ক্ষতিকর বলে প্রতিপন্ন হবে। তারা কৃপণতা করে যা কিছু সঞ্চয় করেছে সে সমস্ড় ধন-সম্পদ কিয়ামতের দিন তাদের গলায় রশি হয়ে দাঁড়াবে। আল- াহ হচ্ছেন আসমান ও জমিনের পরম সত্ত্বাধিকারী; আর তোমরা যা কিছু কর, আল- াহ সে সম্পর্কে ভালো করেই জানেন (৩:১৮০)"।

বোখারী

66. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: "Whomsoever Allah gives wealth but who does not pay its Zakat his wealth will be made to appear to him on the Resurrection Day in the shape of a huge bald snake having two fangs for it. It will be hung round his neck on the Resurrection Day, and then it will take hold of him with its two fangs, meaning its two jaws. Afterwards it will say: 'I am your wealth, I am your hidden treasure'. Then the Prophet recited a verse of the holy Quran, the meaning of which is: 'And let not those think who are miserly with that. Allah gave them from His gift that it is good for them, rather it is worse for them. They shall have that whereof they were niggardly and made to cleave to their necks on the Resurrection Day; and Allah has the heritage over the heavens and earths; and Allah is aware of what you do (3:180)".

Bukhari

উশর
Ushar

৬৭. আব্দুল- াহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন: 'যে সব জমিতে বৃষ্টির পানি বা প্রাকৃতিক পানি দ্বারা ফসল উৎপন্ন হয় অথবা যেসব জমি প্রকৃতিগতভাবে উর্বর, সেইসব জমির ফসলের এক দশমাংশ ফসল কর্তন করার দিনই উশর হিসেবে দান করতে হবে। আর যেসব জমিতে কৃত্রিম উপায়ে পানি সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন করা হয় সেইসব জমির উশর হচ্ছে উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ'।

বোখারী

67. Abdullah bin Omar (R.) reported that the Messenger of Allah said : 'There is one-tenth on what is watered by rain or fountain or what grows in a fertile land. And there is one-twentyth on what is watered by canels (machines). And that should be paid on the day of harvest'.

Bukhari

পবিত্র কোরানে উশর সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে:
'তোমরা তাদের উৎপাদন খাও, যখন এরা ফল ধারণ করবে এবং তাঁর (আল- াহর) হক আদায় করো, যখন এসবের ফসল আহরণ করো। আর তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না, কেননা আল- াহ সীমা লঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।' (৬ : ১৪২)

In the Holy Quran it is stated as follows:
'Eat ye of the fruit thereof when it is fruiteth and pay the due thereof upon the harvest day, and be not prodigal. Lo! Allah loveth not the prodigal. (6:142)

রোজা
Ramadan

৬৮. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলে করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমাদের নিকট রমজান মাস সমুপস্থিত। এটা অত্যন্ড় বরকতময় মাস। এই মাসে আল- াহ তা'আলা তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করেছেন। এই মাসে বেহেশতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়, এই মাসে জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এই মাসে বড় বড় শয়তানগুলোকে আটক করে রাখা হয়। আল- াহরই জন্য এই মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে লোক এই রাত্রির মহাকল্যাণ লাভ থেকে বঞ্চিত থাকলো, সে সত্যিকারভাবেই বঞ্চিত ব্যক্তি'।

বায়হাকি

68. Abu Hurairah (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Ramadan, a blessed month, has come to you during which Allah has made it obligatory for you to fast. In it the gates of Heaven are open, the gates of Hell-fire are locked, and the rebellious devils are chained. In it Allah has a night, which is better than thousand months. He who is deprived of its good has indeed suffered deprivation'.

Baihaki

৬৯. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে লোক ইমানের সঙ্গে ও সজ্ঞানে রমজান মাসের রোজা রাখবে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে'।

বোখারী

69. Abu Hurairah (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Whoever fast during the month of Ramadan with firm believe and concious and seeking his reward from Allah will have his past and future sins forgiven.'

Bukhari

৭০. হযরত আবু জর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলে করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'আমার উম্মতগণ যতদিন পর্যন্ড় ইফতার ত্বরান্বিত করবে এবং সেহরি বিলম্বিত করবে, ততদিন তারা কল্যাণময় হয়ে থাকবে'।

আহমদ

70. Hazrat Abu Dhar Giffari (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'The people will continue to prosper as long as they hasten for Iftar (the breaking of fast) and delayed for Sehri (partaken of food before dawn for fasting)',

Ahmed

৭১. জায়েদ ইবনে খালিদ আল জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে লোক একজন রোজাদারকে ইফতার করাবে, তার জন্য সেই রোজাদারের মতোই সওয়াব লেখা হবে, কিন্ড়ু তাতে মূল রোজাদারের সওয়াব সামান্যতমও কমবে না'।

আহমদ তিরমিযি

71. Zayed Ibn Khalid Al Zuhani (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Someone gives Iftar (which is a meal eaten after fasting) to any person fasting, he is entitled to equal spiritual reward. It will not lessen their rewards'.

Ahmed Tirmidi

হজ্জ
Hajj

৭২. হজরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে লোক (হজ্জে যাওয়ার মতো) পথের সম্বল ও যানবাহনের অধিকারী হলো অথচ হজ্জ করল না, সে ইহুদী কিংবা খ্রিস্টান হয়ে মর"ক– এতে কোন পার্থক্য হবে না'।

তিরমিযি

72. Hazrat Ali (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Someone who postpones Hajj rituals without any logical excuse until he dies, Allah will send him as Jewish or Christian in the Day of Resurrection'.

Tirmidi

কুরবানী
Qurbani

৭৩. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলে করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে লোক অর্থ সম্পদ ও অবস্থার দিক দিয়ে সামর্থবান হওয়া সত্বেও কুরবানী করে না– সে যেন আমার নামাজ পড়ার স্থানের (ঈদগাহ)-এর নিকটেও আসে না'।

দারকুতনী

73. Abu Hurairah (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'The person who has the means of performing Qurbani (slaughter of a sacrificial animal) but doesnot do so should not even come NEAR our Eidgah'.

Darkutni

দোয়া
Entreaties

৭৪. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'আল- াহ সেই ব্যক্তির উপর ক্রোধান্বিত থাকেন, যে ব্যক্তি তাঁর (আল- াহর) নিকট কোন কিছু চায় না (যাচঞা করে না)'।

তিরমিযি

74. Abu Hurairah (R.) reported that the Final Messenger of Allah said: 'He who doesn't entreat to Allah, incurs His wrath'.

Tirmidhi

৭৫. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমরা যখন আল- াহর কাছে প্রার্থনা করে কিছু কামনা কর তখন তোমাদের হাতের তালুকে নিচের দিকে না রেখে অবশ্যই উপরের দিকে রেখো এবং দোয়া শেষে হাতগুলো দিয়ে তোমাদের মুখম ন্ডলকে মুছে নিও'।

আবু দাউদ

75. Ibn Abbas (R.) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Entreat to Allah with palms of your hands upward and do not pray to Him with the backs (of your hands downward), and when you have finished, wipe your faces with them'.

Abu Dawud

৭৬. হজরত আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল- াল াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম কখনো কখনো এরূপ দোয়া করতেন: 'আল- াহুম্মাগ ফিরলি খাতিয়াতি ওয়া জাহলি ওয়া ইসরাফি ফি আমরি। ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহি মিন্নি। আল- াহুম্মাগ ফিরলি জিদ্দি ওয়া হাজলি ওয়া আ'মদি। ওয়াকুল- ু জালিকা ই'নদি। আল- াহুমাগ ফিরলি মা কাদদামতু ওয়ামা আখ্খারতু, ওয়ামা আস্সারতু ওয়ামা আলানতু, ওয়ামা আনতা আ'লামুবিহি মিন্নি। আনতাল মুকাদ্দামু ওয়া আনতাল মুয়াখ্খার ন্ত। ওয়া আনতা আলা কুলি- সাইয়িন কা'দির

(অর্থাৎ: হে আল- াহ, ক্ষমা কর আমার অপরাধ, আমার অজ্ঞতা, আমার কাজের বাড়াবাড়ি এবং আমার সেই অপরাধ যা তুমি আমার চেয়ে বেশি জান। হে আল- াহ, ক্ষমা করে দাও আমার সেই অপরাধ যা আমি ভেবে চিন্ড়ে করেছি ও যা আমি তামাসাচ্ছলে করেছি এবং যা আমি সজ্ঞানে করেছি ও যা আমি অজ্ঞানে করেছি আর যে সকল ত্র"টি আমার মধ্যে আছে। হে আল- াহ, ক্ষমা করে দাও আমার সেই অপরাধ যা আমি আগে করেছি, যা আমি গোপনে করেছি ও যা প্রকাশ্যে করেছি– সেই সব গুনাহ যা তুমি আমার চেয়ে বেশি অবগত। তুমিই আদি, তুমিই অন্ড়; আর তুমি সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।"

বোখারী

* (এখানে ইহা অবশ্যই উলে- খ করা প্রয়োজন যে, রাসুল (সা.) নিষ্কলুষ ছিলেন। তিনি (সা.) এমন দোয়া বিনয়বশত করেছেন, আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য।)

76. It is reported from Abu Musa al-Asa'ari (R) that the Prophet (Sm.) sometimes used to entreat to Allah as: 'Allhaum magfirli khatiani wa jahli wa israfi amri. Wama anta A'alamu bihi minni. Allahum magfirli jiddi wa hajli wa a'mdi. wakullu za lika i'ndi. Allahum magfirli ma k'addamtu wama akkhar tu, wamma asrartu wama A'lantu wama anta A'lamubihi minni. Antal muk'addamu wa antal muakkharu. Wa anta a'la kulli shaiyeen k'adir. (i.e. O Allah! forgive me my sins and my ignorances, and my excess in my affairs. You are aware of my every doing. Forgive me my those wrong-doings which You know better than I myself. O Allah! I beseech your forgivness for my those sins which I have done consciously and also those which I have committed whimsically. Forgive me my those inherent drawbacks which I bear in me. O Allah! I implore for my those sins which I have done earlier, and which I have done secretly and publicly, and also my those sins which You know more than myself. You the Begginning, You the End, and You the Mightiest over all the mighties.'

Bukhari

* [We are to note here that the Prophet (Sm.) was ever-clean. He has made all these beggings and pleadings only to teach us.]

ধৈর্য
Patience

৭৭. আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'ধৈর্যশীল মানুষ মাত্রই ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানীব্যক্তি মাত্রই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন'।

আহমদ, তিরমিযি

77. Abu Sayeed (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'A person having patience (tolerance) can't but be powerful; and a truly wise man is always experienced'.

Ahmed, Tirmizi

৭৮. ইবনে মাসুদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা ইমানের অর্ধেক'।

আবু নাঈম

78. Ibn Mas'ud (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Patience or tolerance is half of faith'.

Abu Nayeem

প্রত্যুষে কোরান তেলাওয়াত
Reciting the Qur'an at Dawn

৭৯. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'প্রত্যুষে কোন ব্যক্তি কোরান তেলাওয়াত করলে দিনে এবং রাতে কর্তব্যরত (উভয়) ফেরেশতা দলই (সেই তেলাওয়াতের) সাক্ষী হয়ে থাকেন'।

তিরমিযি

79. Abu Huraira (R) reported that the Prophet said: 'If any person recites the holy Quran at dawn he/she is always witnessed by both the groups of the angels performing duties during both night-time and day-time'.

Tirmidhi

দৈনন্দিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
Regular Cleanliness

৮০. হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "দশটি কাজ স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতার জন্য জর ুরি। সেগুলো হচ্ছে: গোঁফ কর্তন করা, দাড়ি বৃদ্ধি করা, মিছওয়াক করা, পানি দিয়ে নাক ধৌত করা, নখ কাটা, হাতের গ্রন্থীগুলো ভালভাবে ধৌত করা, বগলের নিচের পশম উৎপাটন করা, নাভির নিম্নাংশের পশম মু ন করা, পানি দিয়ে শৌচ করা।' হজরত আয়েশা (রা.) বলেন: 'আমি দশমটি ভুলে গেছি। তবে খুব সম্ভবত তা হচ্ছে কুলি করা"।

মুসলিম

80. Hazrat A'isha (R) reported that the Final Messenger of Allah said: "There are ten doing necessary for man's normal cleanliness: trimming the moustache, letting the beard (grow), brushing the teeth, using water to clean the nose, cutting the nails, cleaning the finger-joints, removing hair from under the armpits, shaving the pubes and using water after the call of nature'. The narrator said: 'I forgot the tenth one, but that might be rinsing the mouth".

Muslim

৮১. হজরত আনাস (রা.) বলেছেন: 'আমাদেরকে গোঁফ কর্তন না করে, নখ না কেটে, বগলের নিচের পশম উৎপাটন না করে এবং নাভির নিম্নাংশের পশম মু ন না করে চলি- শ দিনের অধিক অতিবাহতি করতে নবী করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম কর্তৃক নিষেধ করা হয়েছে'।

মুসলিম

81. Anas (R) said: 'We were forbidden by the Messenger of Allah to let more than forty days elapse without trimming the moustache, cutting the nails, plucking (out hairs under) the armpits and shaving the pubes'.

Muslim

৮২. আতা ইবনে ইয়াসির (রা.) থেকে বর্ণিত: "একদা মহানবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় একজন লোক চুল এবং দাড়ি অগোছালো অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করল। মহানবী (সা.) তাঁর হাতের ইশারা দ্বারা লোকটিকে তার চুল এবং দাড়ি আছড়িয়ে আসার জন্য নির্দেশ করলেন। লোকটি তাই করল এবং মসজিদে ফিরে আসল।' তখন মহানবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বললেন: 'একজন লোক তার চুল দাড়িকে এমনভাবে করে রাখবে যে তাকে শয়তানের মত মনে হবে– এর চেয়ে ইহা কি উত্তম নয়?"

মালিক

82. Ata Ibn Yasar (R.) reported: "One day the Messenger of Allah was in the mosque and a man entered with his hairs and beards untidy, and the Messenger of Allah indicated with his hand that he should tidy his hairs and beards. The man did so and then returned'. The Messenger of Allah said: 'Is this not better than that one of who comes and his hairs and beards are as though he were a devil?"

Malik.

পোষাক
Clothing

৮৩. উম্মে সালামা (রা.) বলেছেন: 'রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম-এর সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় কাপড় ছিল কুর্তা বা কামিজ'।

তিরমিযি, আবু দাউদ

83. Umm-e- Salama (R) said: 'The (pieces of) clothing most liked by the Messenger of Allah were long loose-fitting shirt'.

Tirmidhi, Abu Dawud

৮৪. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমাদের কেউ যখন জুতা পরে, সে যেন ডান দিক থেকে শুর ু করে। আর জুতা খুলতে চাইলে যেন বাম দিক থেকে খোলা শুর ু করে। যাতে ডান দিক পরার দিক থেকে প্রথম হয় এবং খোলার দিক থেকে শেষে হয়'।

বোখারী, মুসলিম

84. Abu Hurairah (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'When one of you puts on shoes, he should begin with the right one, and when he takes (his) shoes off, he should begin with the left one, so that the right one be the first of them to be put on and the last of them to be taken off'.

Bukhari, Muslim

৮৫. মুয়াদ ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে বলে: '*আলহামদু লিল- াহিল- াজি কাছানি হাজা ওয়া রাজ্জাকিনিহি মিন গাইরি হাওলিন মিন্নি ওলা কুওয়াতা* (অর্থাৎ; সমস্ড় প্রশংসা সেই আল- াহর, যিনি আমার নিজস্ব কোন যোগ্যতা বা শক্তি ব্যতিরেকেই আমাকে এই পোশাক দান করেছেন, আমাকে পরিধান করিয়েছেন)'- আল- াহ তার অতীতের এবং ভবিষ্যতের সকল গোনাহ মাফ করে দেন"।

আবু দাউদ

85. It was reported from Muadh Ibn Anas (R) that the Messenger of Allah said: "He who puts on new clothes and says: *'Al-hamdu lillahilladhi kasani haza wa razaqnihi min ghairi haulin minni wa la quwwata* (i.e. Praise be to Allah, Who clothed me with this, and Who provided me with it, without any power or might of mine)'- his past and future sins are forgiven to him".

Abu Dawud

৮৬. আমর ইবনে সুয়াইব তার পিতা থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে শুনেছেন বলে বর্ণিত, মহানবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'খাও, পান কর, সদকা প্রদান কর এবং ভাল কাপড় পরিধান কর– যতক্ষণ পর্যন্ড় না তা আত্মম্ভরিতায় পরিণত হয়'।

আহমদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ

86. It was reported from Amr Ibn Shuaib, from his father, from his grandfather that the Messenger of Allah said: 'Eat, drink, give ***sadaqa*** and wear (good) clothes as long as these things do not turn into excess and arrogance'.

Ahmad, Nasa'i, Ibn Maja

৮৭. ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "যে অহংকারবশত তার কাপড় গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে দেবে কিয়ামতের দিন আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টি দেবেন না।' আবু বকর (রা.) বললেন: 'ইয়া রাসুলুল- াহ! আমার ইজার বা পায়জামাতো অধিকাংশ সময় ঝুলে যায়, যদি না আমি উহাকে পুনরায় শক্ত করে বাঁধি'। রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম তাকে বললেন: 'তুমিতো তাদের মধ্যে সামিল নও যারা অহংকারবশত কাপড় ঝুলিয়ে রাখে"।

বোখারী

87. Ibn Umar (R) reported that the Prophet said: "He who loosens his dress in pride beyond the ankles (on the ground), Allah will not look at him on the day of Resurrection'. Thence

Abu Bakr (R) said: 'O the Messenger of Allah, my ***Izar*** (Trouser) often gets loose, until I tie it again'. Then the Messenger of Allah said: 'You are not one of those who do this out of pride".

Bukhari

৮৮. আবু মুসা আল আসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় পরিধান করা জায়েজ করা হয়েছে কিন্ডু পুর"ষদের জন্য তা জায়েজ নয়'।

তিরমিযি, নাসাই

88. It was reported from Abu Musa Al Ashari (R) that the Prophet said: 'Gold and silk are allowed for the females of my ***ummah*** (followers) and prohibited for the males'.

Tirmidhi, Nasai

৮৯. আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন: 'আল- াহর নবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম নারীর জন্য নির্ধারিত পোশাক পুর"ষদেরকে এবং পুর"ষদের জন্য নির্ধারিত পোশাক নারীদেরকে পরিধান করতে নিষেধ করেছেন এবং এ ব্যাপারে আল- াহর অভিসম্পাতের ভয় দেখিয়েছেন ও শুনিয়েছেন'।

আবু দাউদ

89. Abu Hurairah (R) said: 'The Messneger of Allah warned the males to wear clothes meant and designed for the females of the curse of Allah, and he warned of the curse of Allah those females who wear men's clothes'.

Abu Dawud

৯০. হজরত আয়েশা (রা.) বলেছেন: "একদা আমার বোন (হজরত আবু বকরের কন্যা) হজরত আছমা হালকা একটি কাপড় পরে মহানবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- ামের কাছে আসলেন। মহানবী (সা.) আছমার দিক থেকে

তাঁর (সা.) মুখটি ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন: 'হে আছমা কোন বালিকার সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর তার শরীরের কোন অংশ পুরুষকে দেখানো জায়েজ নয়। তবে এই দুটি অংশ ব্যতিত। এই বলে তিনি তাঁর (সা.) মুখমন্ডল এবং দুটি হাত দেখালেন"।

আবু দাউদ

90. A'isha (R) reported: " My sister Asma (the daughter of Abu Bakar) once came to the Messenger of Allah with thin clothes on, so the Final Messenger of Allah turned away from her, saying: 'O Asma! When girl reaches puberty, it is not right that any part of her body (should) be visible to other males, but this and this', and he pointed to his face and his two hands".

Abu Dawud

খাওয়া ও পান করা
Eating and Drinking

৯১. সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'খাওয়ার আগে এবং খাওয়ার পরে হাত ধুইলে খাবারের মধ্যে বরকত নাজেল হয়'।

তিরমিযি, আবু দাউদ

91. It was reported from Salman (R) that the Messenger of Allah said: 'Food turns into a blessing of Allah when it is taken washing the hands before and also washing the hands after taking it'.

Tirmidhi, Abu Dawud

৯২. হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন খাবার খায়, শুর"তে সে যেন আল- াহ তা'আলার নাম অর্থাৎ 'বিসমিল- াহ' বলে নেয়। তবে প্রথমে বলতে ভুলে গেলে (যখন মনে পড়বে তখন) সে বলবে: 'বিসমিল- াহি আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহু (অর্থাৎ প্রথমে ও শেষে আল- াহর নামে)"।

আবু দাউদ, তিরমিযি

92. A'isha (R) reported that the Final Messenger of Allah said: "When any one of you eats, he should invoke the name of Allah, the Exalted. If he/she forgets to invoke (Bismillah) the name of Allah, the Exalted at the beginning, he should say (When he does remember): *'Bismi-llahi Awwalahu wa Akhirahu* (i.e. taking the name of Allah, in its beginning and its end)".

Abu Dawud, Tirmidhi

৯৩. আবু সাইয়িদ আল খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত: "মহানবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম যখন খাবার শেষ করতেন তখন বলতেন: *'আলহামদু লিল- াহ হিল লাজি আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া জা'আলনা মিনাল মুসলিমিন* (অর্থাৎ: প্রশংসা সেই আল- াহর, যিনি আমাদের খাবার খাওয়াচ্ছেন, পান করাচ্ছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে জন্ম দিয়েছেন)"।

আবু দাউদ, তিরমিযি

93. Abu Sayeed al Khudri (R) said: 'The Messenger of Allah, when he finished his meal, used to say: '*Al-hamdu lillahil lazi at'amana wa saqana wa ja alna minal muslimin'* (i.e. Praise be to Allah, Who gave us to eat and to drink and made us muslims)'.

Abu Dawud, Tirmidhi

৯৪. আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন: 'রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম কখনো কোন খাদ্যে ছিদ্রান্বেষণ করতেন না। তাঁর (সা.) র"চিসম্মত হলে খেতেন আর র"চি সম্মত না হলে খেতেন না'।

মুসলিম

94. It was reported from Abu Hurairah (R): 'The Messenger of Allah never found fault with food. If he liked something, he ate it, but if he disliked it, he (just) abstained from it'.

Muslim

৯৫. ইবনে কা'ব বিন মালিক তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন: 'রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম তিন আঙ্গুলের সাহায্যে খানা খেতেন এবং হাত মুছে ফেলার আগে হাত চেটে খেতেন'।

মুসলিম

95. It was reported from Ibn Kab bin Malik, from his father: 'The Messenger of Allah used to eat with three fingers, and he licked his fingers before he wiped his hand'.

Muslim

৯৬. আনাস (রা.) বলেছেন: "রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম খাবার শেষ করে তিনটি আঙ্গুল চেটে খেতেন এবং বলতেন: 'যখন তোমাদের কারো গ্রাস নিচে পড়ে যায়, সে যেন ময়লা দুর করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে'। আনাস (রা.) আরো বলেন, তিনি (সা.) আমাদের আরো নির্দেশ দিয়েছেন: 'তোমরা খাবারের থালা ভালভাবে চেটে খেয়ে নেবে। কেননা তোমাদের জানা নেই তোমাদের খাদ্যের কোন অংশে বরকত নিহিত রয়েছে।"

মুসলিম

96. It was reported from Anas (R): "When the Messenger of Allah ate food, he used to lick his three fingers' and he said: 'When one of you drops a morsel, he should remove the dirt from it and eat it, and should not leave it for ***Shaitan***'. And he (Sm) ordered us to wipe-eat the bowl fully and said: 'You do not know in which (part) of your food lies the ***Barakat*** (i.e. blessing)".

Muslim

৯৭. জাবালা ইবনে সুহাইম (রা.) বলেন: "এক দুর্ভিক্ষের সময় ইবনে যুবাইর (রা.) আমাদেরকে খেজুর খাওয়াতেন। একদিন আমরা খেজুর খাচ্ছি এমন সময় ইবনে উমার (রা.) আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন: 'তোমরা দুটি খেজুর একত্রে খেয়ো না। কেননা রাসুলুল- াহ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম দুটি খেজুর একত্রে খেতে নিষেধ করেছেন'। তিনি পুনরায় বললেন: 'তবে এ শর্তে খাওয়া যায় যদি কেউ তার সঙ্গীর থেকে অনুমতি নিয়ে নেয়"।

মুসলিম

97. Jabala Ibn Suhaim (R) said: "A year of famine befell us while we were with Ibn Zubair (R)'. We lived on dates, and when Abdullah ibn Umar (R) passed by us while we were eating, he said: 'Do not take two at a time, for the Prophet (Sm), has prohibited the taking of two at a time'. Then he added: 'Except when a man has permitted his brother to do so."

Muslim

৯৮. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'সে প্রকৃত মুমিন নয়, যে পেটপুরে আহার করে আর তার প্রতিবেশি না খেয়ে উপোস থাকে'।

বাইহাকি

98. Ibn Abbas (R) said, I heared the Final Messenger of Allah say: 'He is not a believer who eats his full while his neighbour at his side remains hungry'.

Baihaqi

৯৯. জাফর ইবনে মোহাম্মদ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন: 'নবী করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম যখন লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে খাবার খেতেন, তখন তিনি সবার শেষেই খাবার থেকে উঠতেন'।

বাইহাকি

99. It was reported from Jafar Ibn Muhammad, from his father: 'The Messenger of Allah, when he ate with other people, was usually the last to finish eating'.

Baihaqi

১০০. আনাস (রা.) বলেছেন: "রাসুলুল- াহ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম কোন কিছু পান করতে তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন এবং বলতেন 'এটা অত্যন্ড় তৃষ্ণা-নিবারক, স্বাস্থ্যকর ও উপকারী'। আনাস বলেন: 'তাই আমি তিন নিঃশ্বাসেই পানি পান করে থাকি"।

মুসলিম

100. Anas (R) said: "The Messenger of Allah used to breathe thrice in between while drinking and he said: 'It is more thirst quenching, more healthy, and more wholesome'. Anas (R) said: 'So I also breathe three times while drinking".

Muslim

১০১. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলে করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'আল- াহ অবশ্যই তাঁর বান্দার প্রতি এজন্য সন্তুষ্ট হন যে, সে কোন কিছু খেয়ে তাঁর (আল- াহর) প্রশংসা করে অথবা কোন কিছু পান করেও তাঁর (আল- াহর) প্রশংসা করে'।

মুসলিম

101. Anas (R) reported that the Messenger of Allah said: 'Allah is indeed pleased with His servant who, when he eats a morsel, praises Him for it, or drinks a sip and then praises Him for it'.

Muslim

১০২. হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'রেশমী কাপড় পরিধান করো না, সোনা বা রূপা নির্মিত পাত্রে পানাহার করো না। কেননা দুনিয়াতে এগুলো মুমিনদের জন্য নয়'।

মুসলিম

102. Hudhaifa (R) said that he heard the Messenger of Allah say: ' Do not wear silk and brocade, and do not drink from vessels of gold or silver, and do not eat from plates made thereof, for these are not for the believers in this world'.

Muslim

১০৩. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। যদি কেউ ভুলবশত এ কাজ করে, সে যেন বমি করে দেয়'।

মুসলিম

103. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'None of you shall drink standing. Whoever forgets, let him vomit'.

Muslim

১০৪. সাহাল বিন সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন: "একবার রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম এর জন্য কিছু পানীয় আনা হলো। তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন। তার (সা.) ডানে ছিলেন একজন যুবক এবং বামে ছিলেন একজন

প্রবীন লোক। রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বালকটিকে বললেন: তাঁকে আগে দিতে তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে?' বালক জবাব দিলেন– 'আল- াহর কসম! আপনার তরফ থেকে আমার ভাগে আসা জিনিসে আমার নিজের ওপর আমি অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দেবো না'। তখন রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম পানির পাত্রটি বালকের হাতে অর্পণ করলেন"।

বোখারী, মুসলিম

104. Sahal bin Sa'ad reported: "Once some drink was brought to the Prophet who took a sip therefrom; and there was a boy on his right side and an old man was on his left side. He said: 'O boy, would you permit me to give it to the old man first?' He replied: 'O Messenger of Allah, I swear in the name of Allah, I won't favour anybody else on anything that comes on my share from you.' So the Prophet gave it to him".

Bukhari, Muslim

ভ্রমণ
Journey

১০৫. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার বাড়ি থেকে বের হবার সময় বলে: *'বিসমিল- াহ, তাওয়াককালতু আলাল- াহ, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল- াহবিল- াহ* (অর্থাৎ: আল- াহর নামে বের হলাম এবং আল- াহর ওপর নির্ভর করলাম। আল- াহ ছাড়া কারো কাছ থেকে কোন শক্তি পাওয়া যায় না)'। এরূপ দোয়া করলে তাকে বলা হয়: 'তোমাকে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে, তোমাকে যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং তোমার হেফাজতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।' এমতাবস্থায় এক শয়তান অন্য শয়তানকে ডেকে বলে: 'তুমি এর ওপর কেমন করে বিজয় লাভ করবে– যাকে হেদায়েত দান করা হয়েছে, যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং হেফাজত করা হয়েছে?"

আবু দাউদ

105. Anas (R) reported that the Final Messenger of Allah said: "When a man leaves his house, saying: *'Bismillah Tawakkaltu Alallah, wala haula wala quwwata illa billah* (i.e. in the name of Allah, I trust in Allah, there is no might or power but in Allah)', it is said to him at that time: 'You are guided, you are taken care of, you are protected'. Then one ***Shaitan*** turns to another and says: 'How can you overcome him, who is already guided, cared for and protected?"

Abu Dawud

১০৬. আবু সাইদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তিনজন সফরে বের হলে তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর (নেতা) নির্বাচন করা উচিৎ'।

আবু দাউদ

106. Abu Sayeed al Khodri (R) reported that the Messenger of Allah said: 'When there are three in a journey, let them make one of them as their leader'.

Abu Dawud

সালাম প্রদান
Saying Salam

১০৭. আব্দুল- াহ বিন আমর (রা.) বলেছেন: "এক ব্যক্তি রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- ামকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'ইসলামের কোন কাজ উত্তম!' তিনি (সা.) বললেন: 'ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়াবে এবং চেনা ও অচেনা সকলকে সালাম দেবে"।

বোখারী

107. It was reported from Abdullah bin Amar (R): "A man asked the Messenger of Allah: 'Which part of Islam is the best?' The Prophet said: 'To feed the hungry and to say ***salam*** to those you know and to those you do not know".

Bukhari

১০৮. আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'আল- াহর নিকট তারাই সম্মানিত যারা আগে সালাম প্রদান করে'।

তিরমিযি, আবু দাউদ

108. Abu Umama (R) reported that the Messenger of Allah said: 'Indeed the nearest to Allah are they who say or offer ***salam*** first'.

Tirmidhi, Abu Dawud

১০৯. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমরা যখন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে তখন একে অন্যকে সালাম দিবে। সেখান থেকে উঠে যাওয়ার পর একটি গাছ, একটি দেয়াল বা একটি পাথরও যদি তোমাদেরকে আড়াল করে, অতঃপর তোমাদের যখন পুনরায় সাক্ষাৎ হবে তখন তোমরা পুনরায় সালাম বিনিময় করবে'।
(বি.দ্রঃ সালাম প্রদানের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে **'আসসালামু আলাইকুম'** বলা।)

আবু দাউদ

109. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'When one of you meets his brother, he should say ***salam*** to him. If a tree or a wall or a rock comes in between them, and then they meet again, he should (again) say ***salam*** to him'.
(N.B: The proper way of saying salam is '***Assalamu Alaikum')***

Abu Dawud

১১০. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেন: 'ছোটরা বড়দের, হেঁটে যাওয়া ব্যক্তিরা বসা ব্যক্তিদের এবং ছোট দল বড় দলকে আগে সালাম করবে'।

বোখারী

110. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'The young should say ***salam*** to the old, the passer-by to the one sitting, and the smaller (group) to the larger one'.

Bukhari

১১১. জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন: 'একদল মহিলা কোথাও বসা ছিলেন। নবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম যখন তাদের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন তখন তিনি (সা.) তাদেরকে সালাম দিলেন।'

আহমদ

111. Jabir (R) reported: 'A number of women had been sitting in a place. While the Prophet (Sm) was passing by them, he offered ***salam*** to them'.

Ahmed

১১২. আনাস (রা.) যখন কিছু সংখ্যক শিশুর নিকট দিয়ে গমন করছিলেন এবং তাদেরকে সালাম প্রদান করলেন এবং বললেন: 'আল- াহর নবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম-এর এরূপ অভ্যাস ছিল'।

বোখারী, মুসলিম

112. While Anas (R) was walking past some children, he said ***salam*** to them, and said: 'The Prophet (Sm) used to do this'.

Bukhari, Muslim

১১৩. আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'শুভেচ্ছা বিনিময়ের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে পরস্পরের হাতে হাত রাখা অর্থাৎ মুসাফাহ করা'।

আহমদ, তিরমিযি

113. It was reported from Abu Umama (R) that the Messenger of Allah said: 'The best (way) of greeting one is shaking hands (***Musafah***) with him.'

Ahmad, Tirmidhi

১১৪. হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল- াহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম আল- াহর রাসুল, আল- াহ তার জন্য দোজখ হারাম করে দেবেন।'

114. Hajrat Ubada Ibn Samit (R) reported, the Prophet (Sm) has said: "Whosoever will witness that there is no Lord except Allah, and that Muhammad (Sm) is His messenger,' Allah will make hell prohibited for him."

১১৫. হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি দুর্বলের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে; পিতা-মাতার প্রতি সদয় থাকবে এবং ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে, আল- াহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তার মৃত্যুকে আরামদায়ক করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'

115. Hazrat Jaber (R) reported that, the Holy Prophet of Allah said : 'whosoever has got three things in him, Allah will make his death easy and admit him in Paradise : mercy to the weak, kindness to the parents and doing good to the slave.'

১১৬. জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, বিদায় হজে মহানবী সাল- ুলাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'আমি তোমাদের জন্য দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি- যতক্ষণ পর্যন্ড় তোমরা এ দুটোকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ড় তোমরা বিপথগামী হবে না। দুটোর একটি হচ্ছে- আল- াহর পবিত্র কালাম (আল কোরান) এবং অপরটি হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে যা বর্ণিত (অর্থাৎ: আল হাদিসসমুহ)'।

মুসলিম

116. Jaber (R) reported that the Messenger of Allah said in the Farewell Pilgrimage: 'I am leaving with you two things which

if you adhere to, you will never be misguided after this- the Book of Allah (The Quran) and what you get from me by question (***Hadis***)'.

Muslim

১১৭. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "আমার উম্মতের সকল লোকই বেহেশতবাসী হবে। কিন্ড়ু যে অস্বীকার করেছে সে বেহেশতবাসী হতে পারবে না।' জিজ্ঞেস করা হলো: 'কে অস্বীকার করেছে, হে রাসুল?' উত্তরে তিনি (সা.) বললেন: 'যে আমার অনুসরণ করল, সেই বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল না, সে-ই অস্বীকার করল"।

বোখারী

117. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: "Every one of my followers will enter Paradise except he who refused'. He was asked: 'And who has refused (truth)?' He said: 'Whoever obeys me shall enter Paradise, and whoever disobeys me, has refused".

Bukhari

১১৮. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ুলাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "হে আমার প্রিয়! যদি তুমি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করতে পার এবং সন্ধ্যা পর্যন্ড় দেহ মনকে হিংসা বিদ্বেষ থেকে পবিত্র রাখতে পার, তবে তা-ই কর।' অতঃপর তিনি (সা.) বলেন : 'ইহা আমার সুন্নত, যে আমার সুন্নতকে ভালবাসলো সে আমাকে ভালবাসলো; আর যে আমাকে ভালবাসলো, রোজ কিয়ামত দিবসে সে আমার সঙ্গে অবস্থান করবে"।

তিরমিযি

118. Hazrat Anas (R) reported that the Final Messenger of Allah said: "O my dear! if you can get up at dawn and pass upto evening without any malice in your heart and body, do (so)'. Afterwards, he said: 'O my dear! that is my ***Sunnah*** (way); and he who loves my ***Sunnah*** loves me, and he who loves me will be with me in Paradise".

Tirmizi

হাসি
Smile

১১৯. আয়েশা (রা.) বলেছেন: 'আমি রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- ামকে কখনো এতখানি মুখ ভরে হাসতে দেখি নি যাতে তাঁর (রা.) মুখের অভ্যন্ড়রীণ অংশ প্রকাশ পায়। তিনি মুচকি হাসতেই অভ্যস্ড় ছিলেন'।

বোখারী

119. A'isha (R) reported: 'I have not seen the Prophet bursting into such laughter that would make his uvula visible. He was used to smiling only'.

Bukhari

হাঁচি ও হাই তোলা
Sneezing and Yawning

১২০. আবু সাইদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমাদের কেউ যখন হাই তুলে, সে যেন তার হাত দিয়ে খোলা মুখ চাপা দেয়, কেননা খোলা মুখ পেয়ে তার মধ্যে শয়তান প্রবেশ করে'।

মুসলিম

120. It was reported from Abu Sayeed al-Khudri (R) that the Messenger of Allah said: 'When one of you yawns, he should hold his hand over his mouth, for ***Shaitan*** (evil one) enters (through the open mouth)'.

Muslim

১২১. আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন: 'নবী করিম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম যখন হাঁচি দিতেন, তখন তিনি (সা.) তাঁর হাত বা কাপড় দ্বারা তাঁর মুখমন্ডল ঢেকে ফেলতেন এবং এই উপায়ে তদজনিত শব্দকে নিম্নগামী রাখতেন'।

আবু দাউদ, তিরমিযি

121. It was reported from Abu Hurairah (R): 'The Messenger of Allah, when he sneezed, used to hold his hand or a piece cloth over his mouth and softened or diminished its sound downward with it'.

Abu Dawud, Tirmidhi

১২২. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় তখন তার বলা উচিত: '*আলহামদুলিল- াহ* (অর্থাৎ: সমস্ড় প্রশংসা আল- াহর)' এবং যে হাঁচি শুনে তার বলা উচিত: '*ইয়ারহামুকাল- া* (অর্থাৎ: আল- াহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন)'। শ্রবণকারী যখন ইয়ারহামুকাল- া বলে তখন হাঁচিদাতা যেন বলে: '*ইয়াহদিকুমুল- াহ ওয়া ইউস লি বালাকুম* (অর্থাৎ: আল- াহ তোমাকে পথ প্রদর্শন করুন এবং তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন)"।

122. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: "When one of you sneeze, he should say: *'Al-hamdu lillah* (i.e. Praise be to Allah)' and his brother present/hear should say: *'Yarhamuka llah* (i.e. Allah have mercy on you).' When he says: *'Yarhamuka llah* (i.e. Allah have mercy on you)', he should reply: *'Yahdikumu llah wa yuslih balakum* (i.e. Allah guide you and better your affairs)".

Bukhari

জীবিকা অর্জন
Earning and Livelihood

১২৩. আবদুল- াহ ইবনে মাসুদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'হালাল রিজেক অন্বেষণ করা অন্যান্য ফরজ কাজের মত একটি ফরজ কাজ'।

বাইহাকি

123. It was reported from Abdullah Ibn Mas'ud (R) that the Messenger of Allah said: 'The urge to earn a lawful livelihood is (also) an obligation like all other obligations (in Islam)'.

Baihaqi

১২৪. আবু আব্দুল- াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'সবচেয়ে উত্তম দীনার হচ্ছে, যে দীনারটি কোন ব্যক্তি তার নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে; যে দীনারটি আল- াহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে পোষা ঘোড়ার জন্য খরচ করে এবং যে দীনারটি আল- াহর পথে নিজ বন্ধুদের জন্য খরচ করে'।

মুসলিম

124. Abu Abdullah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'The best dinar (money) a man spends is the dinar he spends on his family, and the dinar he spends on his riding beast in the path of Allah, and the dinar he spends on his companions in the path of Allah'.

Muslim

১২৫. আলমিকদাদ ইবনে মাদিকারিব থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'কোন ব্যক্তির নিজ হাতের উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহের চেয়ে অন্য কিছুই উত্তম হতে পারে না'।

বোখারী

125. It was reported from Al-Miqdad Ibn Ma'dikarib that the Messenger of Allah said: 'No one has ever eaten better food than what he eats from the works done by his own hands'.

Bukhari

১২৬. জাবির বিন আবদুল- াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম এই বলে প্রার্থনা করেছেন: "হে আল- াহ, সেই ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ কর ন; যে ক্রয়, বিক্রয় এবং স্বীয় প্রাপ্য আদায়ের ব্যাপারে সহনশীল থাকে।"

বোখারী

126. Jabir bin Abdullah reported the Messenger of Allah as praying: 'May Allah have mercy on a man who is kind when he buys, sells, and makes a demand.'

Bukhari

১২৭. রাফি ইবনে খাদিজ (রা.) বলেছেন: "কোন এক ব্যক্তি মহানবী সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- ামকে জিজ্ঞাসা করল: 'হে আল- াহর নবী! কোন কাজটি সর্বাপেক্ষা উত্তম?' তিনি জবাব দিলেন: 'নিজ হাতে অর্জিত জীবিকা এবং প্রত্যেকটি ভাল কাজ।"

আহমদ

127. Rafi Ibn Khadij (R) said that someone asked: "O Messenger of Allah, which gain is best?' He replied: 'A man's wages by his hand, and every honest deed."

Ahmad

১২৮. আবদুল- াহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরি পরিশোধ করো।'

ইবনে মাজাহ

128. Abdullah Ibn Umar (R) reported the Messenger of Allah as saying: 'Pay the labourer his wages before his sweat dries.'

Ibn Maja

১২৯. আবু উমামা লায়েস ইবনে তালাবা আল হারিসি থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমানের বৈধ বিষয়কে জবরদখল করে নেয় আল- াহ তাকে দোজখে

নিক্ষেপ করবেন এবং তার জন্য বেহেশত হারাম (নিষিদ্ধ) করে দেবেন।' অতঃপর লোকটি বলল: 'হে আল- াহর রাসুল! যদি উহা খুবই তুচ্ছ জিনিস হয়?' রাসুল (সা.) বললেন : 'যদিও উহা আরক গাছের তুচ্ছাতি তুচ্ছ ডালও হয়।"

মুসলিম

129. Abu Umamad Lyas Ibn Tha'laba Al-Harithi reported that the Messenger of Allah said: "He who usurps the right in a Muslim's affair by false oath, Allah has laid the fire on him and has prevented him from (entering) Paradise.' Thereupon a man asked: 'And if it was only something insignificant, O the Messenger of Allah?' He replied: 'Even if it was a twig of the ***Arak*** tree."

Muslim

১৩০. আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমিতে জুলুম করলো (অর্থাৎ: জবর দখল করে নিল), কিয়ামতের দিন আল- াহ এর সাতগুণ পরিমাণ জমি তার গলায় পরিয়ে দেবেন।'

বোখারী, মুসলিম

130. A'isha (R) reported that the Messenger of Allah said: 'He who unjustly takes land measuring but a hand-span will have sevenfold the measure of that land hanged around his neck.'

Bukhari, Muslim

১৩১. সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "যে আমাকে এ নিশ্চয়তা দেবে যে, সে কারো নিকট কোন কিছু চাইবে না, আমি তাকে বেহেশতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।' সাওবান (রা.) তদুত্তরে বলেন: 'আমি'। 'অতঃপর আমি (সাওবান) কোন কিছুর জন্য কোন ব্যক্তির কাছে হাত পাতি নি।"

আবু দাউদ, নিসাই

131. Saoban (R) reported that the Final Messenger of Allah said: "Whosoever guarantees me that he will not ask anything of men, I shall guarantee him of Paradise.' Soaban said 'I'. 'After that I (Saoban) did not ask anything to any body."

Abu Daud, Nasai.

১৩২. আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে দেহ অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ ভক্ষণ করছে তা কখনো বেহেশতে প্রবেশ করবে না।'

বাইহাকি

132. Abu Bakr (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'A body which has been nourished by unlawful thing shall not enter Paradise.'

Baihaqi

১৩৩. আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন: 'মহানবী সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম কখনও পরবর্তী দিনের জন্য কোন কিছু সঞ্চয় করতেন না।'

তিরমিযি

133. Abu Hurairah (R) reported: 'The Messenger of Allah used to store up nothing for the morrow.'

Tirmizi

১৩৪. ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'আল- াহ মদকে হারাম করেছেন এবং ওই ব্যক্তিগণ অভিশপ্ত, যারা ইহা পান করে, পরিবেশন করে, বিক্রি করে, ক্রয় করে, সংগ্রহ করে, সংগ্রহ করতে অনুপ্রাণিত করে, বহন করে কিংবা যার নিকট ইহা বহন করা হয়।'

আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

134. Ibn Omar (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Allah has cursed wine, one who drinks it, one who serves it, one who sells it, one who purchases it, one who squeezes it, one who asks for squeezing it, one who carries it and one to whom it is carried.'

Abu Daud, Ibn Majah

ঋণ
Debt

১৩৫. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন: "(ইসলামের প্রাথমিক যুগে) নবী করিম সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম-এর নীতি এই ছিল যে, কোন ঋণগ্রস্ড় মৃত ব্যক্তির লাশ তাঁর (সা.) সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন: 'এই ব্যক্তি তার ঋণ শোধের জন্য কোন সম্পদ রেখে গেছে কি?' এর জবাবে যদি তাঁকে জানানো হতো যে, সে তার ঋণ শোধের ব্যবস্থা রেখে গেছে, তবে তিনি তার জানাজার নামাজ পড়তেন। অন্যথায় সঙ্গীয় সাহাবিদের তিনি বলতেন: 'তোমারা তোমাদের সঙ্গীর জানাজা পড়।' পরবর্তীকালে আল- াহ তা'আলা যখন রাসুলকে (সা.) বহুদেশ জয়ের সুযোগ দান করেন তখন তিনি বলতেন: 'আমি মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়। অতএব মুমিনদের মধ্যে কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে, আর সে যদি ঋণ রেখে যায়, তবে তা আদায় করার দায়িত্ব আমার। পক্ষান্ড়রে কেউ যদি সম্পদ রেখে যায়, তবে তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।"

বোখারী, মুসলিম

135. Abu Hurairah (R) reported (During the early stage of Islam): "If any dead body with debts due was brought before the Messenger of Allah, he used to ask: 'Has he left any source of payment for his debt?' If he was informed that he left means for payment, he used to say his funeral prayer, but if not, he did not and he used to address the Muslims: 'Say prayer for your companion.' When Allah granted him victories one after another, in such cases, he used to stand and said, 'I am an object of love of the Muslims more than their ownselves. So whosoever among the believers dies and leaves debt, its payment devolves on me, and whosoever leaves property, it is for his heirs."

Bukhari, Muslim

১৩৬. আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'রোজ কেয়ামতে যে সমস্ড় গুর"তর পাপ নিয়ে কোন ব্যক্তি আল- াহর সামনে উপস্থিত হবে তার মধ্যে তার ওই ঋণের পাপই হবে সর্বাধিক গুর"তর যে ঋণ সে তার জীবদ্দশায় পরিশোধ করে যায় নি এবং মৃত্যুর পর পরিশোধ করার মতো কোন কিছুই রেখে যায় নি।'

আহমদ, আবু দাউদ

136. Abu Musa (R) reported that the Prophet (Sm) said: 'The greatest of sins to Allah with which a man shall meet Him after the great sins which Allah prohibited is his debt outstanding at death but for which he has left nothing for payment.'

Ahmad, Abu Daud

ভিক্ষাবৃত্তি
Begging

১৩৭. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যদি কোন ব্যক্তি নিজের পিঠে করে লাকড়ির বোঝা বয়ে এনে তা বিক্রি করে তবে এটা তার জন্য কোন লোকের কাছে ভিক্ষা চেয়ে বেড়ানোর চেয়ে উত্তম। কেননা সে জানে না ওই লোক তাকে দান করবে নাকি ফিরিয়ে দেবে।'

বোখারী

137. Abu Hurairah (R.) reported the Prophet (Sm) said: 'It is better for a man to carry loads of wood on his back to sell than to beg to other men, because he doesnot know whether one would give or reject him.'

Bukhari

ব্যবসা বাণিজ্য
Trade And Commerce

১৩৮. আবু সাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'একজন সৎ ব্যবসায়ী রোজ কিয়ামতের দিন নবী-রসুল, বিশ্বাসী ও শহিদের সঙ্গে থাকবে।'

তিরমিযি, ইবনে মাজাহ

138. Abu Sayeed (R) reported that the Messenger of Allah said: 'An honest and trustworthy businessman will be with the Prophets, the Truthfuls and the Martyrs on the Day of Judgement.'

Tirmizi, Ibn Majah

সমঅধিকার
Equal Right

১৩৯. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'পানি, বনজ সম্পদ এবং আগুনে প্রত্যেক মুসলমানের সম অধিকার রয়েছে।'

আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

139. Ibn Abbas (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'All Muslims are equal partners in three things- in water, in herbage and in fire.'

Abu Daud, Ibn Majah

তালাক
Divorce

১৪০. ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, আল- াহর নবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'হালাল কাজসমূহের মধ্যে আল- াহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ হচ্ছে তালাক।'

আবু দাউদ

140. Ibn Amar (R) reported that the Apostle of Allah said: 'The most detestable of lawful things to Allah is divorce.'

Abu Daud

সাধারণ আচরণ
General Conduct

১৪১. আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন: "আমি রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- ামকে বলতে শুনেছি: 'আল- াহর শপথ! আমি দৈনিক সত্তর বারেরও অধিক আল- াহর কাছে ক্ষমা চাই এবং তওবা করি।"

বোখারী

141. Abu Hurairah (R) reported: "I heard the Messenger of Allah say: 'By Allah, I entreat Allah's forgiveness and turn to Him in repentance more than seventy times a day."

Bukhari

১৪২. আবদুল- াহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে চারটির কোন একটি দোষ পাওয়া যাবে বুঝতে হবে তার মধ্যে মুনাফিকের চিহ্ন প্রকাশ হয়ে গেছে–যতক্ষণ পর্যন্ড় না সে তা বর্জন করে। এ দোষগুলো হচ্ছে–তার নিকট আমানত রাখা হলে সে খিয়ানত করে; যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে; ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং ঝগড়ায় লিপ্ত হলে গালি গালাজ করে।'

বোখারী

142. Abdullah Ibn 'Amr Ibn A's (R) reported that the Prophet said: 'There are four traits; he who has all of them is a true hypocrite, and he who has one of them has some hypocrisy, until he gets rid of it: when being given a trust, he betrays; when he speaks, he lies; when he promises (something), he breaks it; and when he quarrels, he commits excesses (utters slangs and bad words).'

Bukhari

১৪৩. ইবনে মাসুদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'কোন মুসলমানের সঙ্গে দুর্ব্যবহার মহাপাপ এবং তার বির"দ্ধে অস্ত্রধারণ (বলপ্রয়োগ) কুফুরিতুল্য অপরাধ।'

বোখারী, মুসলিম

143. Ibn Mas'ud (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Abusing a Muslim is sinful and fighting with him is (tantamount to) ***Kufr***.'

Bukhari, Muslim

১৪৪. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাক। কেননা হিংসা মানুষের ভালো গুণগুলো এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমনভাবে আগুন শুকনা কাঠ জ্বালিয়ে দেয়।'

আবু দাউদ

144. Abu Hurairah (R) reported that the Prophet said: 'Beware of jealousy, for jealousy devours good (deeds) as fire devours firewood.'

Abu Dawud

১৪৫. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'সাবধান! (মানুষ সম্পর্কে) সন্দেহজনক ধারণা থেকে বিরত থাক। কেননা সন্দেহজনক ধারণা পোষণ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। মানুষের ছিদ্রান্বেষণ কর না, পরস্পরের দোষ খুঁজে বেড়িও না, পরস্পর হিংসা পোষণ কর না, পরস্পর সম্পর্কচ্ছেদ কর না। আল- াহর বান্দারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকো–যেভাবে তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই–সে তার উপর জুলুম করতে পারে না, তাকে লাঞ্ছিত করতে পারে না এবং অবজ্ঞাও করতে পারে না। খোদাভীতি এখানে! খোদাভীতি এখানে!' এই বলে তিনি (সা.) তাঁর বুকের দিকে ইশারা করলেন। কোন ব্যক্তির পাপি হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, মান মর্যাদা, ধন সম্পদ হরণ করা হারাম। আল- াহ তোমাদের শরীর ও চেহারার দিকে তাকাবেন না। বরং তোমাদের অন্ড়র ও আমল (কর্মকা ে)-এর প্রতি তাকাবেন।'

বোখারী, মুসলিম

145. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: "Beware of suspicion, for suspicion is the greatest falsehood. Do not try to find fault with each other, do not spy

on one another, do not vie with one another, do not envy one another, do not be angry with one another, do not turn away from one another, and be servants of Allah, brothers to one another, as you have been enjoined. A Muslim is the brother of a Muslim—he does him no wrong, nor does he let him down; nor does he despise him. Fear of Allah is here, fear of Allah is here.' —and he pointed to his chest. 'It is evil enough that a Muslim should look down on his brother. For every Muslim is sacred to another—his blood, his honour and his property. Allah does not look at your bodies or your forms, but He looks at your hearts and at your deeds."

Bukhari, Muslim

১৪৬. আবু সাইদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "তোমরা রাস্ড়ায় বসার ব্যাপারে সাবধান হও।' সাহাবিগণ আরজ করেন: 'ইয়া রাসুলুল- াহ! আমাদের এছাড়া গত্যন্ড়র নেই, কেননা আমাদের পারস্পরিক আলাপ আলোচনার জন্য অন্য কোন জায়গা নেই।' রাসুলুল- াহ সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেন: 'যদি তোমরা রাস্ড়ায় বসতে চাও, তাহলে রাস্ড়ার হক আদায় কর।' সাহাবিগণ আরজ করেন: 'ইয়া রাসুলুল- াহ! রাস্ড়ার হক কী?' তিনি বললেন: 'দৃষ্টি সংযত রাখা, মানুষকে কষ্ট দেয় এমন বস্ড়ু অপসারণ করা, সালামের জবাব দেওয়া, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা।"

বোখারী, মুসলিম

146. Abu Sayeed Al Khudri (R) reported that the holy Prophet said: "Beware of sitting in the streets!' They said: 'O the Messenger of Allah, we have no other place to sit and talk to each other.' Thereupon the Messenger of Allah said: 'If you have no other place to sit, then observe the rules of the street!' They said: 'What are the rules of the street, O the Messenger of Allah?' He said: 'Lowering the gaze, removing what causes harm, returning the ***salam*** and enjoining what is right and forbidding what is evil."

Bukhari, Muslim

১৪৭. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'প্রত্যেক দিন, যেদিনই সূর্য উদিত হয়, সেদিনই মানব দেহের প্রতিটি গ্রন্থির সাদকা আদায় করা জর"রি। দু'ব্যক্তির মধ্যে ন্যায় পরায়ণতা সহকারে সমঝোতা স্থাপন করে দেওয়া সাদকা হিসেবে গণ্য। কোন ব্যক্তির যানবাহনে অন্য ব্যক্তিকে আরোহণ করতে দেওয়া অথবা তার জিনিসপত্রাদি যানবাহনে রাখতে দেওয়া সাদকারূপে গণ্য। পবিত্র ও উত্তম কথাবার্তা সদকা হিসেবে গণ্য। নামাজে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপ সদকা হিসেবে গণ্য। এমনকি রাস্ড়া থেকে কষ্টদায়ক বস্ড়ু দূর করাও সাদকা হিসেবে গণ্য।'

বোখারী, মুসলিম

147. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'Charity is due upon every limb of a human being on each day that the sun rises. To act justly between two (people) is charity. To help a man with his riding beast, or to load his provisions on it or lift them up for him is charity. A good word is charity. Every step going to prayer is charity. Removing from the road what causes harm is charity.'

Bukhari, Muslim

১৪৮. ইমরান বিন হোসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'কোন ব্যক্তি যদি একজন পাওনাদারকে পাওনা পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত সময় দান করে, তাহলে ওই ব্যক্তি প্রতিদিনের জন্য প্রতিদান পেতে থাকবে।'

আহমদ

148. Imran bin Hussain (R) reported that the Messenger of Allah said: 'Whoso has his dues from a man and then gives time to him (for payment), he will get his reward of charity every day.'

Ahmed

১৪৯. জাবের (রা.) বলেছেন: "রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম সুদগ্রহিতা, সুদদাতা, সুদের সাক্ষী এবং এর হিসাব রক্ষককে লানত (অভিসম্পাত) করেছেন এবং তাঁর সতর্কবাণী হচ্ছে: 'তারা সকলে সমানভাবে পাপী।"

মুসলিম

149. Jaber (R) reported: "The Messenger of Allah cursed the devourer of usury, its payer, its scribe and its two witnesses.' And he said: 'They are equal (in sins)."

Muslim

১৫০. আবদুল- াহ ইবনে হানজালা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'কোন ব্যক্তি যদি জেনেশুনে এক দিরহাম পরিমাণ সুদের সম্পদও ভক্ষণ করে তাহলে ইহা ছত্রিশ বার জেনা (ব্যভিচার) অপেক্ষাও গুর"তর অপরাধ।'

আহমদ, দারকুটনি

150. Abdullah Ibn Hanjalah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'A dirham of usury a man devours with knowledge is more serious than 36 (Thirty Six) times fornications.'

Ahmad, Darqutni

১৫১. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'এক ব্যক্তি রাস্ড়া দিয়ে চলছিল, পথিমধ্যে সে কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল দেখতে পেয়ে তা অপসারন করে দিল। আল- াহ তা'আলা তার এই কাজে সন্ড়ুষ্ট হয়ে তার সমস্ড় গোনাহ মাফ করে দিলেন।'

বোখারী

151. It was reported from Abu Hurairah (R) that the Messenger of Allah said: 'While a man was walking along, he came across a thorny branch on the way and he removed it, Allah praised him for that and forgave him (of his sins).'

Bukhari

১৫২. আবু জর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: ' যেখানেই থাকো না কেন, আল- াহকে ভয় করো; (অনিচ্ছাকৃতভাবে) যদি কোন মন্দ কাজ করে ফেলো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে একটি কল্যাণকর (ভালো) কাজ করো, যাতে করে ওই মন্দ কাজটির কলঙ্কের দাগ মুছে যায় এবং মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।'

আহমদ, তিরমিযি

152. Abu Dharr (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Fear Allah wherever you are; let an evil deed (be) followed by a good deed so that you blot it out; and be well-behaved towards people.'

Ahmad, Tirmidhi

১৫৩. আউস বিন সুরাহবিল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি কোন জালিমকে শক্তিশালী করার জন্য সাহায্য ও সহযোগিতা করল এই অবস্থায় যে, সে জানে ওই ব্যক্তি একজন জালিম; সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেলো।'

বাইহাকি

153. It was reported from Aus bin Shurahbil (R) that the Messenger of Allah said: 'One who strives to strengthen an oppressor, and knows he is an oppressor, has already left Islam.'

Baihaqi

১৫৪. আবু সাইদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগ করে) বন্ধ করে দেয়। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখের (কথার) দ্বারা (জনমত গঠন করে) তা বন্ধ করে দেয়। যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে যেন এর প্রতি অন্ড়র দিয়ে ঘৃণা পোষণ করে। আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম এবং নিম্নতর স্ড়র।'

মুসলিম

154. Abu Sayeed Al Khudri (R) reported that the Messenger of Allah said: 'If one of you sees (something) bad, he should prevent it with his hand; and if he is not capable of that, then with his tongue; and if he is not capable of that, then (he should detest it) with his heart; and that is the weakest faith.'

Muslim

১৫৫. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করলো,

তার জন্যও সেই পরিমাণ সওয়াব রয়েছে যা তার অনুসারীদের (তার আহ্বানে যারা সৎ কাজ করলো) জন্য রয়েছে। অথচ ইহা অনুসারীদের সওয়াবের কোন অংশই কমাবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাউকে মন্দ কাজের দিকে আহ্বান করে তার জন্যও সেই পরিমাণ গোনাহ রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ ইহা অনুসারীদের গোনাহের একটুও কমাবে না।'

মুসলিম

155. Abu Huraira (R) reported that the Messenger of Allah said: 'He who calls to the right guidance, has the same reward as those who follow him. It will not lessen their rewards. And he who calls to wrong, burdens himself with the same sins as the sins of those who follow him. It will not lessen their sins.'

Muslim

১৫৬. হজরত আনাস (রা.) বলেছেন: "একজন লোক রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম-এর কাছে এসে অনুরোধ করলো: 'হে রাসুল! আমাকে কিছু উপদেশ দিন (যেন আমি সুপথ পেতে পারি)।' তিনি (সা.) বললেন: 'উত্তম কাজের অন্বেষণ কর, এর মাধ্যমে যদি সুফল পাওয়া যায়, তাহলে সিদ্ধান্তের ওপর অটল থাকো; আর যদি আল- াহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন হচ্ছে বলে তোমার ভয় হয়, তাহলে নিজেকে বিরত রাখো।"

শারাহ আল সুন্না

156. It was reported from Anas (R): "A man requested the Prophet: 'Give me some advice,' and he said: 'Judge each matter by its disposition. If you see good in its outcome, carry on with it; but if you fear transgressing the limits set by Allah, then abstain from it."

Sharh al-Sunna

১৫৭. নো'মান ইবনে বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'ন্যায় (হালাল) বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট, অন্যায়ও (হারামও) সুস্পষ্ট এবং এ দু'য়ের মধ্যে কিছু সন্দেহজনক বিষয়ও রয়েছে–যা অনেক লোকই জানে না। তবে গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন কোন বিষয় যদি কেউ বর্জন করে তাহলে স্বভাবতই (সে) প্রকাশ্য গোনাহের বিষয় থেকে নিজেকে মুক্ত করল। আর যে কেউ গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এমন কাজ

করার দুঃসাহস করল–সে যেন সেই মেষ পালকের মতো কাজ করল যাকে পবিত্র স্থানের পাশে মেষ চরাতে নিষেধ করা হয়েছিল, কিন্ডু সে নিষেধ অমান্য করে পবিত্র স্থানের পাশে মেষ চরানোর ফলে মেষগুলো ওই পবিত্র স্থানে প্রবেশ করল। অর্থাৎ, সে প্রকাশ্য গোনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ল। সকল রাজারই একটি নিষিদ্ধ এলাকা থাকে। নিশ্চয়ই আল- াহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃকও নিষিদ্ধ ঘোষিত বস্‌ড়ু রয়েছে। অবশ্যই, মানুষের শরীরে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে, যদি এই মাংশপিন্ডটি সুস্থ থাকে তাহলে সারা শরীরই সুস্থ থাকে, আর যদি এই মাংসপিন্ডটি অসুস্থ থাকে, তাহলে শরীরও অসুস্থ থাকে। আর অবশ্যই এই মাংশপিন্ডটি হচ্ছে মানুষের হৃৎপিন্ড।’

বোখারী, মুসলিম

157. Numan Ibn Bashir (R) reported that the Messenger of Allah said: ‘What is lawful is clear and what is unlawful is (also) clear, but between the two are doubtful matters which many people do not know. He who protects himself from doubtful matters clears himself in regard to his faith and honour, but he who falls into doubtful matters is like a shepherd who grazes (his sheep) around a sanctuary, and (answerable) for grazing therein. Surely, every king has a sanctuary. Surely, the sanctuary of Allah is His prohibitions. Surely, in the body there is a piece of flesh, and if it is sound, the whole body is sound; and if it is sick, the whole body is diseased. Surely, it is the heart.’

Bukhari, Muslim

১৫৮. আবু ইয়াহ্‌ইয়া সোহাইব ইবনে সিনান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: ‘মুমিনদের ব্যাপারগুলো আশ্চর্যজনক। তার সমস্‌ড় কাজই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্যের ব্যাপারে এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দের কোন কিছু হলে সে আল- াহর শোকর করে। তাতে তার মঙ্গল হয়। আবার ক্ষতিকর কিছু হলে সে ধৈর্য ধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর।’

মুসলিম

158. Abu Yahya Suhaib Ibn Sinan (R) reported that the Messenger of Allah said: ‘Wondrous are the believer’s affairs.

For him there is good in all his affairs, and this is so only for the believer. When something pleasing happens to him, he is grateful, and that is good for him; and when something displeasing happens to him, he is enduring and tolerant, and that is also good for him.'

Muslim

১৫৯. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'মুসলিম বান্দার কোন ক্লান্ড়ি, রোগ, দুশ্চিন্ড়া, উদ্বিগ্নতা ও অস্থিরতা হোক না কেন, এমনকি একটা কাঁটা বিঁধলেও তার কারণে আল- াহ সুবনাহু ওয়া তা'আলা তার গোনাহ মাফ করে দেন।'

বোখারী, মুসলিম

159. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'No trouble befalls a Muslim, and no illness, no sorrow, no grief, no harm, no distress, not even a thorn pricks him, without Allah expiating by it (some) of his sins.'

Bukhari, Muslim

১৬০. আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, নবী করিম সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'কুস্ড়িতে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয়লাভ করাতে কোন বীরত্ব নেই। বরং ক্রোধের মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করতে পারাই প্রকৃত বীরত্বের পরিচায়ক।'

বোখারী, মুসলিম

160. It was reported from Abu Hurairah (R) that the Messenger of Allah said: 'The strong man is not the one who is strong in wrestling, but the one who controls himself in anger.'

Bukhari, Muslim

১৬১. আবু জর (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যখন কেউ রাগান্বিত হয় তখন যেন সে বসে যায়। আশা করা যায় এতে তার রাগ চলে যাবে। যদি তা না হয় (রাগ প্রশমিত না হয়) তাহলে সে শুয়ে পড়বে।'

আহমদ, তরমিযি

161. Abu Dhar (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'When one of you gets angry while he is standing up, he should sit down. Then the anger (will) leave him, and if not, then he should lie down.'

Ahmad, Tirmidhi

১৬২. হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যদি কোন যুবক কোন বৃদ্ধকে তার বার্ধক্যের কারণে সম্মান প্রদর্শন করে, তবে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার বৃদ্ধাবস্থায় এমন লোক নির্দিষ্ট করে দেবেন, যে তাকে সম্মান করবে।'

তিরমিযি

162. Anas (R) reported that the Messenger of Allah said: 'If a young man shows honour to an old man on account of his age, Allah will create for him at his old age someone who will show him honour.'

Tirmizi

১৬৩. ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'প্রতিটি জিনিসেরই একটি চাবি থাকে, আর বেহেশতের চাবি হচ্ছে গরিবদের প্রতি ভালোবাসা।'

দারকুটনী

163. Ibn Omar (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'There is a key for everything and the key to paradise is love for the poor.'

Darqutni

১৬৪. জাবের (রা.) বর্ণিত: "একটি শবাধার (মৃত ব্যক্তির লাশ বহনকারী খাটিয়া) আমাদের নিকট দিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। তা দেখে মহানবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও তাঁর (সা.) সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলাম' এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম: 'হে আল- াহর রসুল! আমরা নিশ্চিত যে, এ মৃতদেহটি একটি ইহুদি রমণীর। (তাহলে আমরা দাঁড়াব কেন?)' তিনি (সা.) বললেন: 'মৃত্যু অবশ্যই ভয়ংকর। তাই যখনই তোমরা কোন শবাধার দেখ, তোমরা দাঁড়িয়ে যাও।"

বোখারী, মুসলিম

164. Jaber (R) reported: "A bier was passing, and the Messenger of Allah stood for it. We also got up with him and asked: 'O Messenger of Allah we are sure she is a Jewess'. He said: 'Death is surely terrible. So when you see a bier, stand up."

Bukhari, Muslim

১৬৫. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার সমস্ড় আমল (কাজকর্ম) বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমলের সওয়াব জারি (অব্যাহত) থাকে– সদকায়ে জারিয়া, এমন ইলিম (জ্ঞান) যা থেকে লাভবান হওয়া যায় এবং সেই সুসন্ড়ান- যে তার জন্য দোয়া করে।'

মুসলিম

165. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'When a man dies, all his actions are cut off from him except three: ever recurring charity, or knowledge from which benefit is derived, or virtuous children praying for him.'

Muslim

১৬৬. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: 'কেয়ামতের দিন আমি নিজে তিন প্রকার ব্যক্তির বির"দ্ধে বাদি হয়ে দাঁড়াব। এরা হচ্ছে (১) যে ব্যক্তি আমার নামে অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে (২) যে ব্যক্তি স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেছে এবং (৩) যে কোন ব্যক্তি মজুর দ্বারা কাজ করিয়ে তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করে নি।"

বোখারী

166. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: "The Almighty Allah said: 'There will be three persons whose opponent I (Allah) shall become on the Resurrection Day: A man who gave promise in My name and then broke trust; and a man who sold a free man and enjoyed his price;

and a man who engaged a labourer and enjoyed full labour from him but did not pay him his wages."

Bukhari

১৬৭. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'কোন ব্যক্তি মোহরানা পরিশোধ না করার মানসিকতা নিয়ে কোন মহিলার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে ইহা ব্যভিচারতূল্য, আর পরিশোধ না করার মানসিকতা নিয়ে কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করলে তা চুরিতুল্য অপরাধ।'

ইবনে মাজাহ

167. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'Whoever marries a woman for a dower with the intention of not paying it back, is a fornicator, and whoever takes a loan with the intention of not returning it, is a thief.'

Ibn Majah

১৬৮. হযরত আব্দুল- াহ ইবনে আবু হাসমা (রা.) বলেন : "নবী করিম সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম-এর নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে আমি তাঁর (সা.) নিকট থেকে কিছু দ্রব্য ক্রয় করেছিলাম, যার মূল্য পরিশোধ বাবদ আমার নিকট কিছু পাওনা রয়ে গেল। আমি তাঁকে (সা.) কথা দিলাম যে, উক্ত পাওনা আমি এই স্থানে নিয়ে আসছি। কিন্তু আমি (সেই প্রতিশ্রুতির কথা) ভুলে গেলাম। তিনদিন পর আমার একথা স্মরণ হল। এসে দেখলাম, সেই স্থানেই তিনি অপেক্ষারত আছেন। অতঃপর তিনি (শুধু এটুকুই) বললেন: 'তুমি আমাকে তো কষ্টে ফেলে দিয়েছিলে, আমি তিন দিন যাবত এই স্থানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

আবু দাউদ

168. Abdullah Ibn Abu Hasma'a reported: "I bought something from the Holy Prophet before he was raised up (as a Prophet) and the price was due to him (from me). So I promised to come to him therewith in its (appointed) place but I forgot. I remembered after three days, and found him in that place. He only said: 'You have put trouble to me. I have been here for three days waiting for you."

Abu Daud

১৬৯. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন : 'হে বৎস! তুমি যদি এরূপভাবে সকাল সন্ধ্যা কাটাতে পার যে, তোমার অন্ড়রে কারো জন্য হিংসা-বিদ্বেষ জন্ম নেয়নি, তবে তা-ই কর। অত:পর তিনি (সা.) বললেন, হে বৎস! ইহা আমার সুন্নতের অন্ড়র্গত এবং যে আমার সুন্নতকে ভালবাসে সে আমাকেই ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসল সে রোজ কিয়ামত দিবসে বেহেশতে আমার সঙ্গে থাকবে।'

তিরমিযি

169. Anas (R) reported that the Messenger of Allah said: 'O my darling! if you can get up at dawn and pass evening without any malice in your heart for anybody, do (so). Afterwards, he said: O my darling! that is my *sunnath* (way); and he who loves my *sunnath* loves me, and he who loves me will be with me in Paradise.'

Tirmizi

১৭০. ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন অভিভাবক বা রক্ষক। তোমাদের প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। শাসক বা আমির একজন রক্ষক বা অভিভাবক। পুর"ষ তার পরিবার-পরিজনের রক্ষক। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের এবং সন্ড়ানদের অভিভাবক। কাজেই তোমরা প্রত্যেকেই অভিভাবক বা পাহারাদার আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার অভিভাবকত্ব বা পাহারাদারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

বোখারী, মুসলিম

170. Ibn Umar (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Each of you is a guardian, and each of you will be asked about your guardianship. The leader is a guardian, and the man is a guardian over the people of his house, and the woman is a guardian over her husband's house and children. So each of you is a guardian, and each of you will be asked about your guardianship.'

Bukhari, Muslim.

কথা বলার আদব কায়দা
Manners of Speech

১৭১. সুফিয়ান ইবনে আব্দুল- াহ (রা.) বলেছেন: "আমি বললাম: 'হে আল- াহর রাসুল, আমাকে এমন বিষয় বলে দিন যা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে থাকব।' তিনি (সা.) বললেন: 'বল, আল- াহ ই আমার রব (প্রভু) এবং তার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক।' আমি পুনরায় আরজ করলাম: 'হে আল- াহর রাসুল, কোন জিনিসকে আপনি আমার জন্য সর্বাধিক ভয়ের কারণ বলে মনে করেন?' তখন তিনি (সা.) নিজ জিহবা স্পর্শ করে বললেন: 'এটি'।"

তিরমিযি

171. Sufyan Ibn Abdullah reported: "I requested the Prophet, 'O Messenger of Allah, advise me something that I must adhere to.' He replied, 'Say, My Rob (Lord) is Allah; then remain steadfast.' I said: 'O Messenger of Allah, what do you fear most for me?' Thereupon he took hold of his own tongue and said, 'This'."

Tirmidhi

১৭২. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আল- াহ ও পরকালের ওপর ইমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরব থাকে।'

বোখারী, মুসলিম

172. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'He who truly believes in Allah and the Last Day, should speak good or keep silent.'

Bukhari, Muslim

১৭৩. আব্দুল- াহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি নীরব থাকল, সে নিজেকে নিরাপদ রাখল।'

আহমদ, তিরমিযি

173. Abdullah Ibn Amr (R) reported that the Messenger of Allah said: 'He who keeps silent remains safe.'

Ahmed, Tirmidhi

১৭৪. ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমরা আল- াহর স্মরণ ব্যতীত দীর্ঘক্ষণ কথা বলো না। কেননা এতে হৃদয়ের কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। আর নিষ্ঠুর হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তিরা আল- াহ হতে সব থেকে দূরে।'

তিরমিযি

174. Ibn Umar (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Do not talk for long without remembering Allah, for talking much without remembering Allah is hardness of the heart. The most distant among man from Allah is one with a hardened heart.'

Tirmidhi

১৭৫. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "তোমরা কী জান গিবত কাকে বলে?' সাহাবীগণ বললেন : 'আল- াহ ও তাঁর রাসুলই ভাল জানেন।' তিনি (সা.) বললেন : 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার এমন প্রসঙ্গে আলোচনা করো যা সে অপছন্দ করে।' বলা হলো: 'আমার যা আলোচনা করলাম তা যদি তার মধ্যে সত্যিকার ভাবেই থেকে থাকে।' তিনি (সা.) বললেন : 'যেসব দোষ তুমি বর্ণনা করেছ তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থেকে থাকে, তবেই তো তার গিবত করলে। আর যদি তার মধ্যে সে দোষ না থেকে থাকে, তবে তুমি তার প্রতি মিথ্যাচার ও অপবাদ আরোপ করলে।"

মুসলিম

175. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: "Do you know backbiting?' They said: 'Allah and His Messenger know best.' Prophet said: '(When) you speak about your brother what he would dislike, it is backbiting.' Someone said: 'What if my brother is as I say?' Prophet said: 'If he is as you say, you have been backbiting; and if he is not as you say, you have slandered him."

Muslim

১৭৬. আব্দুল- াহ বিন অমর বিন আলআস থেকে বর্ণিত: 'রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম কখনো অশ- ীল কথা বলতেন না বা অশ- ীল কথা শুনতেন না।'

বোখারী, মুসলিম

176. Abdullah bin Amr bin al-As said: 'The Messenger of Allah never used obscene talk nor did he listen to it.'

Bukhari, Muslim

১৭৭. বাহাজ ইবনে হাকিম তার পিতা হতে এবং তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন: "মহানবী সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন : 'যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে তার উপর আল- াহর লানত (অভিসম্পাত) বর্ষিত হোক! লানত (অভিসম্পত) বর্ষিত হোক! লানত (অভিসম্পত) বর্ষিত হোক!"

আহমদ, তিরমিযি

177. Bahz Ibn Hakim, from his father, from his grandfather reported that the Messenger of Allah said: 'Woe to him who tells lies to make people laugh- Woe to him, Woe to him!'

Ahmad, Tirmidhi

১৭৮. সুফিয়ান ইবনে আসাদ আল হাদরামি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'এটা মারাত্মক প্রতারণা যে, তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে কিছু বললে– যা সে সত্য বলে বিশ্বাস করলো, অথচ তুমি যা বলেছো তা সত্য নয়।'

আবু দাউদ

178. Sufyan Ibn Asad Al-Hadrami (R.) reported that the Messenger of Allah said: 'It is great treachery that you tell your brother something he accepts as truth from you, but you are lying.'

Abu Dawud

১৭৯. ইবনে মাসুদ (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'আমার সঙ্গীসাথিরা! তোমরা কেউ আমার কাছে অন্যের মন্দ বিষয় সম্পর্কে বলবে না, কেননা আমি পরিচ্ছন্ন মনে তোমাদের সকলের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই।'

আবু দাউদ

179. Ibn Masud (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'None of my companions should tell me anything about anyone, for I like to meet (all) of you with a clean heart.'

Abu Dawud

১৮০. আয়েশা (রা.) বলেছেন: 'আল- াহর রাসুল সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম যখন কোন কথা বলতেন, খুব স্পষ্টভাবে পরিষ্কার ও আলাদা আলাদাভাবে বলতেন। শ্রোতাদের সকলেই তার প্রতিটি কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারত।'

আবু দাউদ

180. A'isha (R) said: 'The speech of the Messenger of Allah was clear and distinct such that all those who listened to him understood him.'

Abu Dawud

জনগণের সঙ্গে উঠাবাসার নিয়ম কানুন
Rules of Living With People

১৮১. ইবনে উমর (রা.) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি মুসলিম জনগণের সঙ্গে মেলামেশা করলো এবং মেলামেশা জনিত কারণে লোকে তাকে কষ্ট দিলে ধৈর্য ধারণ করলো, সেই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম, যে জনগণের সঙ্গে মেলামেশা করে না এবং জনগণের দেওয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে না।'

তিরমিযি

181. Ibn Umar (R) reported that the Prophet said: 'A muslim who meets people and endures any harm they may do is better than he who does not mix with them and does not endure any harm they may do.'

Tirmidhi

১৮২. আব্দুল- াহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'ক্ষমাশীল আল- াহ তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন, যারা অন্যের প্রতি ক্ষমাশীল। তাই তোমরা পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলের প্রতি ক্ষমাশীল হও, তাহলেই মহান আল- াহ তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করবেন।'

আবু দাউদ, তিরমিযি

182. Abdullah Ibn A'mr (R) reported that the Messenger of Allah said: 'The merciful One shows mercy to those who are themselves merciful (to others). So, show mercy to whatever is on earth, then He who is in heaven will show mercy to you.'

Abu Dawud, Tirmidhi

১৮৩. জাবির ইবনে আব্দুল- াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'আল- াহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল নন, যারা মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল নয়।'

বোখারী, মুসলিম

183. Jabir Ibn Abdullah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'Allah is not merciful to him who is not merciful to people.'

Bukhari, Muslim

১৮৪. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যারা মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় তারা আল- াহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।'

আহমদ, তিরমিযি

184. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'He who does not thank people does not thank Allah.'

Ahmad, Tirmidhi

১৮৫. উসামা ইবনে জায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "কোন ব্যক্তি যদি তোমার কোন উপকার করে, আর তুমি তাকে '*জাজাকাল- াহু খাইরান* (অর্থাৎ- আল- াহ তোমাকে এর প্রতিদান দিন)'- একথা বল, তাহলে তুমি তার উপকারের যথার্থ প্রতিদান করলে (বলে ধরা হবে।)"

তিরমিযি

185. Usama ibn Zayd (R) reported that the Messenger of Allah said: "When someone has done any good to you and you say to the doer, '*Jajakallah hu Khairan (i.e*`May Allah reward you)' you have given the utmost in return (reward)."

Tirmidhi

১৮৬. আবু আইয়ূব আল আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমাদের কারো জন্যেই তিন দিনের বেশি অন্য ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা (রাগ করে কথা না বলা) উচিত নয়।'

বোখারী, মুসলিম

186. Abu Ayyub Al-Ansari (R) reported that the Messenger of Allah said: 'It is not right for a man to abandon his brother (or stop talking to him) for more than three days.'

Bukhari, Muslim

১৮৭. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল- াহ সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন : 'যদি কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের নিকট (কৃত অপরাধের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর সে ক্ষমা না করে; তাহলে সেও এমন অপরাধী বলে গণ্য হবে– যারা অন্যায় আচারণকারী হিসেবে গণ্য।'

বাইহাকী

187. Jabir (R) reported that the Messenger of Allah said: 'If one makes excuses to his brother, but he does not excuse him, or accept his apology, he is as sinful as one who takes an unjust tax.'

Baihaqi

একসঙ্গে বসার আদব

Rules of sitting together

১৮৮. হযরত আবু উমামা (রা.) বলেছেন : "রাসুল করিম সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম একখানা লাঠির উপর ভর করে ঘর থেকে বের হলেন। তখন আমরা তাঁর (সা.) জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। এটা দেখে তিনি বললেন : 'তোমরা দাঁড়িয়ো না–যেমন করে অনারব লোকেরা পরস্পরের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ায়।"

আবু দাউদ

188. Abu Umama (R) reported: "The Messenger of Allah came out leaning on a stick and we stood up. The Prophet said: 'Do not stand up as the foreigners (non Arab people) stand up exalting each other therewith."

Abu Dawud

১৮৯. ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন : 'তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে। তবে জায়গা বিস্তৃত করে দেওয়া ও ছড়িয়ে বসা উত্তম।'

বোখারী, মুসলিম

189. Ibn Umar (R) reported that the Prophet said: 'No man shall make another man get up from where he is sitting and then sit himself there, rather you should make space and room!'

Bukhari, Muslim

১৯০. আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা শুয়াইব এবং তাঁর পিতা তাঁর প্রপিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'দুই ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে বসা হালাল (উচিত) নয়।'

আবু দাউদ

190. Amr Ibn Shu'aib, from his father, from his grandfather reported that the Messenger of Allah said: 'Do not sit between two men without the permission of both of them.'

Abu Dawud

১৯১. জাবির বিন সুমারা থেকে বর্ণিত: 'রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম তাঁর সাহাবীদের কাছে এসে তাদেরকে পৃথক পৃথকভাবে বসা দেখলেন। তিনি (সা.) তাদেরকে প্রশ্ন করলেন: তোমরা পৃথক পৃথকভাবে বসে আছ কেন?'

আবু দাউদ

191. Jabir bin Samura reported: "The Messenger of Allah came and his companions were seated scattered. He said: 'Why do I see you sitting separately?"

Abu Dawud

১৯২. আব্দুল- াহ ইবনে মাসুদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমরা যখন তিনজন লোক একত্রিত থাকবে তখন একজনকে বাদ দিয়ে বাকী দু'জনে কানাঘুষা করবে না, যে পর্যন্ড় না তোমাদের সঙ্গে আরো একজন এসে মিলিত না হয়। কেননা, এতে তৃতীয় ব্যক্তি মনে কষ্ট পেতে পারে।'

বোখারী, মুসলিম

192. Abdullah Ibn Masud (R) reported that the Messenger of Allah said: 'When you are three together, two (of you) must not converse privately without the third until you are in the company of other people, because it makes him (third man) sad.'

Bukhari, Muslim

১৯৩. জাবির ইবনে আব্দুল- াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন : 'যখন কেউ তোমার নিকট বসলো এবং তোমার নিকট থেকে চলে গেলো তখন ইহা (সে যা বলেছে) আমানতস্বরূপ।'

তিরমিযি

193. Jabir Ibn Abdullah (R) reported that the Holy Prophet of Allah said: 'When a man talks of something and leaves, then it (what he said) is a trust.'

Tirmidhi.

১৯৪. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: '(কিছুসংখ্যক ব্যক্তির) গৃহীত সিদ্ধান্ড় অবশ্যই পালনীয় (আমানতস্বরূপ); তবে নিষিদ্ধ রক্তপাত ঘটানোর সিদ্ধান্ড়, ব্যভিচারের সিদ্ধান্ড় এবং অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ লুণ্ঠনের সিদ্ধান্ড় ব্যতীত।'

আবু দাউদ

194. Jabir (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Meetings are like trusts, except three kinds of meetings: for shedding prohibited blood, or for committing fornication or for taking property unlawfully.'

Abu Dawud

১৯৫. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে এবং তাতে যদি অনেক বেশি অপ্রয়োজনীয় ও বাজে কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে মজলিস থেকে উঠার আগে সে যেন বলে– *'সুবহানাহু আল- াহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল- া আনতা, আসতাগফির ুকা ওয়া আতুবু ইলাকা* (অর্থাৎ–হে আল- াহ! তুমি পাক ও পবিত্র, প্রশংসা তোমারই জন্য, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার কাছে তওবা করছি)।' এক্ষেত্রে ওই মজলিশে সে যা কিছু করেছিল সব মাফ করে দেওয়া হয়।"

তিরমিযি

195. Abu Huraira (R) reported that the Messenger of Allah said: "He who sits in a company where there is much idle talk, and before he gets up from his place says: *'Subhanahu Allahumma wa bi-hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik* (i.e. Glory be to You, O Allah, and praise be to You. I witness that there is no Lord but You. I seek Your forgiveness and I turn to You in repentance),' then his having been in that company is forgiven."

Tirmidhi

১৯৬. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমরা কখনো মাহরাম (যার সঙ্গে শরিয়ত সম্মতভাবে বিয়ে বৈধ নয়) ব্যতিত কোন মহিলার সঙ্গে একাকি গমন করো না। (কেননা এতে শয়তান প্ররোচনা দেয়।)'

বোখারী, মুসলিম

196. Ibn Abbas (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'None of you should be alone with a woman unless she is with a *mahram* (i.e. a near relative who cannot be married according to Islamic law).'

Bukhari, Muslim

১৯৭. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমাদের কেউ যখন কোন মজলিসে গমন করবে তখন মজলিসে বসা লোকদেরকে সালাম প্রদান করবে এবং কেউ যখন মজলিস ত্যাগ করে চলে যাবে তখনও মজলিসে বসা লোকদেরকে সালাম প্রদান করবে।'

আবু দাউদ

197. Abu Hurairah (R) reported that the Final Messenger of Allah said: "When one of you arrives where people are seated, he should say Salam to them. And when wishes to leave, he should say Salam to them.'

Abu Daud

সাক্ষাৎ
Visiting

১৯৮. মু'য়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "মহান আল- াহ রাব্বুল আলামীন বলেন: 'আমি তাদের ভালবাসি, যারা আমার জন্য একে অন্যকে ভালবাসল, যারা আমারই জন্য পরস্পরের সঙ্গে (একত্রিত হয়ে) বসল এবং যারা আমারই জন্য (আল- াহর ওয়াস্তেই) খয়রাত করল।"

তিরমিযি

198. Muadh b. Jabal reported that the Final Messenger of Allah said: "Allah, the Exalted said: 'My love is due to those who love each other for My sake, who sit with each other for My sake, who visit one another for My sake, who spend on each other for My sake."

Tirmidhi

১৯৯. আবু মুসা আল আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'কোথাও প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চাইতে হবে। যদি অনুমতি পাওয়া যায় তো ভাল, অন্যথায় ফিরে যাও।'

বোখারী, মুসলিম

199. Abu Musa Al-Ashari (R) reported that the Messenger of Allah said: 'Permission to enter is to be asked three times, if permission is given to you, then enter, otherwise leave the place.'

Bukhar, Muslim

২০০. জাবির ইবনে আব্দুল- াহ (রা.) বলেন: "আমি নবী সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম এর কাছে এসে দরজার কড়া নেড়ে তাঁকে (সা.) ডাক দিলাম।' তিনি (সা.) প্রশ্ন করলেন: 'কে?' আমি জবাব দিলাম: 'আমি।' নবী সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বেরিয়ে এলেন এবং বলতে থাকলেন : 'আমি, আমি'। তিনি (সা.) একথাগুলো এমনভাবে বললেন যেনো তিনি (সা.) এমনভাবে 'আমি' বলা অপছন্দ করছেন।"

বোখারী, মুসলিম

200. Jabir Ibn Abdullah (R) reported: "I came to the Prophet and knocked at the door and he asked, "Who is there?' I said: 'I.' He then came out and said: 'I? 1?' as if he disliked it."

Bukhari, Muslim

র“গ্ণ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া
Visiting the Sick

২০১. আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'র“গ্ণ ব্যক্তিকে দেখতে যাও, ক্ষুধার্তকে খাবার দাও এবং দাসকে মুক্ত করে দাও।'

বোখারী

201. Abu Musa (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Visit the sick, feed the hungry and free the slaves.'

Bukhari

২০২. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল- াহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য র“গ্ণ ব্যক্তিকে দেখতে যায় অথবা একজন ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়, তখন একজন ঘোষক তাকে ডেকে বলেন: 'তুমি আনন্দিত হও, তোমার পথচলা কল্যাণময় হোক এবং বেহেশতে তুমি উচ্চ মর্যাদা লাভ কর।"

তিরমিযি

202. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: "One who visits a sick person, or visits a brother of his for the sake of Allah, a caller calls him (saying): 'May you be well, and may your passage be well, and may you occupy a place in paradise."

Tirmidhi

সদকা
Sadaqa

২০৩. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'সদকা (দান) আল- াহ তা'আলার ক্রোধকে প্রশমিত করে এবং অপমৃত্যুকে রহিত করে।'

তিরমিযি

203. Hazrat Anas (R) reported that the Messenger of Allah said: '*Sadaqa* extinguishes the Lord's anger and repels evil death.'

Tirmidhi

২০৪. আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: " আমি রাসুল (সা.) এর কাছে গেলাম। তিনি (সা.) বললেন: 'দান খয়রাত থেকে বিরত থেকো না–নতুবা আল- াহ তোমার থেকে বিরত থাকবেন। তুমি সামর্থ অনুযায়ী মানুষকে দান খয়রাত করে যাও।"

বোখারী

204. Asma binte Abu Bakr (R) reported: "I came to the Prophet (Sm) and he (Sm) said: 'Do not withhold or Allah withholds from you. Give away whatever you can afford."

Bukhari

২০৫. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'সবচেয়ে উত্তম সদকা (দান) হচ্ছে একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে আহার প্রদান করা।'

বাইহাকি

205. Anas (R) reported that the Messenger of Allah said: 'The most excellent *sadaqa* is that you feed a hungry stomach.'

Baihaqi

২০৬. আদি ইবনে হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর। যদিও তা খন্ডিত খেজুরের বিনিময়েও হয়। যে দান করতে সক্ষম না হয় সে যেন অন্ড়ত ভাল ও মধুর কথার দ্বারা হলেও নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে।'

মুসলিম

206. Adi Ibn Hatim (R) reported that the Messenger of Allah said: 'Protect yourself against the fire, even if it be only by (giving) a piece of date, and if one cannot even fulfil this, then by (saying) a good word.'

Muslim

২০৭. আবু জর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'উত্তম কোন কিছুকেই অবহেলা করো না, যদিও তা হয় তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে (বাহ্যিক দিক থেকে তা খুবই নগণ্য মনে হয়) সাক্ষাৎ করা।'

মুসলিম

207. Abu Dharr (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Do not look down on anything good, even if it is meeting your brother with a cheerful face.'

Muslim

উপহার

Gift

২০৮. আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন : 'তোমরা একজন অন্যজনের সঙ্গে উপহার (হাদিয়া) বিনিময় কর। কেননা উপহার বিনিময় তোমাদের মধ্যে বৈরিতা দূর করে।'

তিরমিযি

208. A'isha (R) reported that the Prophet said: 'Make gifts to one another, for a gift removes hatred.'

Tirmidhi

২০৯. আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত: 'আল- াহর নবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম উপহার (হাদিয়া) গ্রহণ করতেন এবং এর যথাযথ প্রতিদান দিতেন।'

বোখারী

২০৯. A'isha (R) reported: 'The Messenger of Allah used to receive gifts and used to reciprocate.'

Bukhari

২১০. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'কারো সামনে সুগন্ধি পেশ করা হলে সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা তা ওজনে হালকা এবং সুগন্ধিতে সুরভিত।'

মুসলিম

210. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: ' He to whom perfume is given should not refuse it, for it is light in weight and good in smell.'

Muslim

প্রতিবেশির প্রতি কর্তব্য
Duties towards neighbours

২১১. আব্দুলাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'বন্ধুদের মধ্যে আল- াহর কাছে উত্তম বন্ধু ওই ব্যক্তি যে তার সঙ্গীর কল্যাণকামী। প্রতিবেশীদের মধ্যে আল- াহর কাছে উত্তম প্রতিবেশি ঐ ব্যক্তি যে তার প্রতিবেশির কল্যাণকামী।'

তিরমিযি

211. Abdullah Ibn Umar (R) reported that the Messenger of Allah said: 'The best companion with Allah, the Exalted is he who behaves best to his companions, and the best neighbour with Allah, the Exalted is he who behaves best to his neighbour.'

Tirmidhi

২১২. আবু জর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'হে আবু জর, যখন তুমি তরকারী পাকাও, তখন তোমার প্রতিবেশীর কথা স্মরণ করে তাতে পানি একটু বেশি দিয়ে ঝোল বাড়িয়ে দাও।'

মুসলিম

212. Abu Dharr (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'O Abu Dharr! when you cook broth, add more water remembering your neighbour.'

Muslim

২১৩. লিয়াদ ইবনে হিমার আল মাজাসি থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "আল- াহ তা'আলার প্রত্যাদেশ হচ্ছে : 'তোমরা তোমাদের প্রতিবেশির প্রতি এতটাই বিনয়ী হবে যে, কেউ তাদের ওপর দম্ভোক্তি করবে না বা তাদেরকে অত্যাচার করবে না।"

মুসলিম

213. Lyad b. Himar al-Majashi' reported that the Messenger of Allah said: "Allah has revealed to me: 'You should be humble so that no-one boasts over his neighbour nor anyone oppresses his neighbour."

Muslim

২১৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'জিবরাইল (আ.) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকলেন। এমনকি আমার মনে হল, হয়তো আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকার বানিয়ে দেবেন।'

মুসলিম

214. Hazrat A'isha (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Gabriel did not stop to advise me about neighbour till I thought that Allah would soon make him an heir.'

Muslim

২১৫. আমর ইবনে সুয়াইব, তিনি তার পিতা থেকে এবং তিনি তার পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন : "তোমরা কি জান, প্রতিবেশির হক কী?' অত:পর তিনি (সা.) বলেন : 'সে যদি তোমার সহায়তা চায়, তাহলে তাকে সহায়তা করা; সে যদি সাহায্য চায়, তাহলে সাহায্য করা; সে যদি ঋণ চায় তাহলে ঋণ দেওয়া; সে যদি ত্রাণ চায়, তাহলে ত্রাণ দেওয়া; সে অসুস্থ হলে তাকে সেবা দেওয়া; সে মৃত্যুবরণ করলে তার শবের সঙ্গে গমণ করা; তার আনন্দে আনন্দিত হওয়া; সে বিপদাপন্ন হলে সহানুভূতি জানানো; তার অনুমতি ব্যতীত নিজের ঘরকে এমন উঁচু না করা, যাতে তার ঘরে বাতাস প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়; তাকে হয়রান না করা; আর ফল কিনলে তাকেও এর কিছুটা অংশ দেওয়া–তবে যদি (দান করতে) তুমি অপারগ হও তাহলে ফলমূল গোপনে ক্রয় কর এবং ঘরে আন এবং তোমার সন্ড়ানদিগকে এগুলো নিয়ে বাইরে যেতে বারণ করো–যাতে প্রতিবেশির সন্ড়ানগণের মধ্যে (এগুলো দেখে) ক্রোধের সৃষ্টি না হয়'–এগুলো হচ্ছে প্রতিবেশির হক বা অধিকার।"

ইবনে আদি

215. Amr Ibn Shuaib from his father who from his grandfather reported that the Messenger of Allah said: 'Do you know what

the duties of a neighbour are? Help him if he seeks your help, give him succour if he seeks you succour, give him loan if he seeks you loan; give him relief if he is needy; nurse him if he falls ill; follow his bier if he dies; cheer him if he meets any good; sympathise with him if any calamity befalls him; raise not your building higher so as to obstruct his air without his permission; harass him not; give him when you purchase a fruit; if you cannot do it, take it secretly; and let not your children take it out to excite thereby the anger of his children.'

Ibn Adi

আতিথেয়তা
Hospitality

২১৬. আবু শুরাইহ সুয়াইলিম ইবনে আমর খুয়াই (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "যে আল- াহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে ইজ্জত দেয় ও সাদর আপ্যায়ন করে এবং তার হক আদায় করে।' সাহাবারা বললেন: 'হে আল- াহর রাসুল! মেহমানের হক বলতে কী বুঝায়?' তিনি বললেন: 'একদিন ও এক রাত (তার পূর্ণ সমাদর ও যত্ন করবে)। মেহমানদারীর সীমা হচ্ছে তিন দিন। এর চেয়ে অতিরিক্ত করা সদকাহ স্বরূপ।"

বোখারী, মুসলিম

216. Abu Shuraih Khuwailid Ibn Amr al-Khuaai (R) reported that the Messenger of Allah said: "He who believes in Allah and the Last Day should honour his guest according to his right.' People asked: 'And what is his right, the Messenger of Allah?' Prophet replied: 'A day and a night, and hospitality for three days. And beyond that is *sadaqa*."

Bukhari, Muslim

২১৭. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'কোন ব্যক্তির মেহমানের সঙ্গে (বিদায়কালীন সময়ে) ঘরের দরজা পর্যন্ড় বের হওয়া সুন্নতের অন্ড়র্ভুক্ত।'

ইবনে মাজাহ

217. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'It is (part) of the *sunna* that a man goes with his guest up to the door of the house.'

Ibn Majah

পরিবারের প্রতি দায়িত্ব
Duties to Family

২১৮. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত: "রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম আমাকে বলেছেন: 'হে প্রিয় বৎস্য! তুমি যখন তোমার পরিবারবর্গের নিকট ঘরে প্রবেশ কর, তখন সালাম দাও। তাহলে ইহা তোমার ও তোমার ঘরস্থ পরিবারবর্গের জন্য বরকতের কারণ হবে।"

তিরমিযি

218. Anas (R) reported that the Messenger of Allah said: 'O my son, when you enter to where your family, say *salam*. It is a blessing on you and on the people of your house.'

Tirmidhi

২১৯. আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন: "এক ব্যক্তি রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম এর কাছে এসে বললো: 'আমার কাছে সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাবার অধিকারী কে?' তিনি (সা.) বললেন: 'তোমার মা।' লোকটি জিজ্ঞাসা করলো: 'তারপর কে?' তিনি বললেন: 'তারপরও তোমার মা।' সেই লোকটি আবারও জিজ্ঞাসা করলো: 'তারপর কে?' তিনি বললেন: 'তারপরও তোমার মা।' লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল: 'তারপর কে?' তিনি (সা.) বললেন: 'তারপর তোমার পিতা।"

বোখারী, মুসলিম

219. Abu Hurairah (R) reported: "A man came to the Messenger of Allah and asked, 'O Messenger of Allah, who of mankind, is most entitled to the best of my companionship?' Prophet said: 'Your mother'. He said: 'Then who?' Prophet said: 'Your mother'. He said: 'Then who?' Prophet said: 'Your mother'. He said: 'Then who?' Prophet said: 'Your father."

Bukhari, Muslim

২২০. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে ব্যক্তির চরিত্র এবং ব্যবহার সবচেয়ে উত্তম ইমানের

দিক দিয়ে সে-ই পরিপূর্ণ মুমিন। আর তোমাদের মধ্যে সেইসব লোকই সবচেয়ে ভাল যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে ভাল।'

তিরমিযি

220. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'The most perfect of believers is the best of you in character; and the best of you are those among you who are best to their wives.'

Tirmidhi

২২১. আবু মাসুদ আল বাদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'মুসলিম ব্যক্তি যখন সচেতনভাবে ও বুঝে শুনে (আল- াহর নিকট থেকে পুরস্কার পাওয়ার জন্য) তার পরিবার বর্গের জন্য অর্থ ব্যয় করে তখন উহা তার সদ্কাহ হয়ে যায়।'

বোখারী, মুসলিম

221. Abu Masud Al Badri (R) reported that the Messenger of Allah said: 'When a man spends to support his family hoping (for Allah's reward) it is counted for him as *sadaqa*.'

Bukhari, Muslim

২২২. আমর ইবনে সুয়াইব, তার পিতা এবং তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে আমাদের ছোটদের স্নেহ ও অনুগ্রহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান ও মর্যাদা দান করে না, সে আমাদের দলভূক্ত নয়।'

আবু দাউদ, তিরমিযি

222. Amr Ibn Shuaib, from his father, from his grandfather reported that the Messenger of Allah said: 'He is not of us who has no compassion for our little ones and does not honour our old ones.'

Abu Dawud, Tirmidhi

২২৩. আয়েশা (রা.) বলেন: "এক আরব বেদুইন রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- ামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল: 'আপনারা কি আপনাদের ছোট্ট শিশুদের চুমু খান?' রাসুল (সা.) বললেন: 'হ্যাঁ।' সে বললো: 'আমরা কিন্তু চুমু দেই না।' রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বললেন: 'আমি তোমাদের জন্য কি করতে পারি, যদি আল- াহ তোমাদের অন্ড়র থেকে আদর ও অনুগ্রহ তুলে নিয়ে নেন।"

বুখারী, মুসলিম

223. A'isha (R) reported: "A desert Arab came to the Prophet and asked: 'Do you kiss children?' Prophet replied: 'yes'. He said: 'We do not kiss them.' The Prophet said, 'What can I do for you if Allah has taken away mercy from your heart?"

Bukhari, Muslim

২২৪. আমর ইবনে সুয়াইব, তিনি তার পিতা এবং তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেন: 'তোমাদের সন্ড়ানেরা সাত বছরে পদার্পন করলেই তোমরা তাদেরকে নামাজ পড়ার নির্দেশ দাও। দশ বছরে পদার্পন করলে (তখনও যদি নামাজ পড়ার অভ্যাস না হয়ে থাকে) নামাজ আদায়ের জন্য দৈহিক শাস্ড়ি দাও এবং (এই বয়সে) তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।'

আবু দাউদ

224. Amr Ibn Shuaib from his father, from his grandfather reported that the Messenger of Allah said: 'Prescribe prayers to your children when they are seven years of age, and punish them (if they do not perform salat) when they are ten years of age, and separate their beds (at that age).'

Abu Dawud

২২৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারবর্গের জন্য উত্তম ও অধিক কল্যাণ সাধক। (মনে রেখ) আমি তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে উত্তম ব্যক্তি আর আমি তোমাদের মধ্যে তুলনামুলকভাবে আমার পরিবারবর্গের জন্য অধিক কল্যাণকামী ও মঙ্গল সাধক।'

তিরমিযি, ইবনে মাজাহ

225. A'isha reported that the Messenger of Allah said: 'The best of you is he who is best to his family and surely I am the best among you; and I am the best to my family.'

Tirmizi, Ibn Majah.

২২৬. আসওয়াদ ইবনে ইয়াজীদ বলেছেন: " মা হযরত আয়েশা (রা.)কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: 'নবী সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম ঘরে থেকে কী করতেন?' জবাবে তিনি বললেন : 'তিনি ঘরে থাকার সময় গৃহের নানা কাজে (যথা-কাপড় পরিষ্কার করা, ছাগী দোহন করা, নিজের অন্যান্য কাজকর্মে) ব্যস্ড় থাকতেন।' এর মধ্যে যখনই আজানের ধ্বনি শুনতে পেতেন, তখনই তিনি নামাজের জামাতে শরীক হওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যেতেন।"

বোখারী

226. Al-Aswad bin Yazid said: "I asked A'isha (R): 'What did the Prophet use to do in his house?' She said: 'He (Sm) used to work for his family, that is, serve his family, and when prayer (time) came, he used to go out for prayer."

Bukhari

২২৭. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'মুসলমানদের ঘরের মধ্যে সেই ঘরই উত্তম যেখানে একজন এতিমের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা হয় এবং মুসলমানদের ঘরের মধ্যে সেই ঘরেই নিকৃষ্ট যেখানে এতিমের সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করা হয়।'

ইবনে মাজাহ

227. Abu Hurairah (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'The best house among Muslim is the house in which an orphan is well treated and the worst house among the Muslims is the house in which an orphan is badly treated.'

Ibn Majah

শিক্ষা
Learning

২২৮. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেন: 'শয়তানের কাছে এক হাজার জ্ঞানহীন ধার্মিকের চেয়েও একজন জ্ঞানী দার্শনিক অধিক শক্তিশালী।'

তিরমিযি, ইবনে মাজাহ

228. Ibn Abbas (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'To the devil, a learned theologian is stronger than thousand pious worshippers.'

Tirmizi, Ibn Majah.

২২৯. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি ইলম অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনের জন্য বের হয়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ড় আল- াহর পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে।'

তিরমিযি

229. Hazrat Anas (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'Whosoever goes out in search of knowledge, is in the path of Allah (as if in Jihad) till he returns.'

Tirmizi

২৩০. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত : রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'জ্ঞানী এবং ধর্মের জন্য জেহাদে রত ব্যক্তিগণ মর্যাদার দিক দিয়ে নবীদের সমতুল্য।'

আবু নাইম

230. Ibn Abbas (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'The nearest of men in the rank of prophethood are the learned and the fighters for religion.'

Abu Nayeem.

২৩১. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'সারারাত জেগে ইবাদত করার চেয়ে, রাত জেগে একঘণ্টা জ্ঞান অন্বেষণ করা উত্তম।'

দারিমি

231. Ibn Abbas (R) reported that the Final Messenger of Allah said: 'To seek knowledge for one hour at night, is better than keeping it (night) awake.'

Darimi

২৩২. উসমান ইবনে আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে নিজে কোরআন শিক্ষা করল এবং অপরকে কোরআন শিক্ষা দিল।'

বোখারী

232. Uthman ibn Affan (R) reported that the Messenger of Allah said: 'The best of you is he, who has learnt the Quran and then taught it.'

Bukhari

২৩৩. আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন: যখন কোন ব্যক্তি আল- াহ তা'আলার ঘর সমূহের মধ্য থেকে কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল- াহর কিতাব (কোরান) পাঠ করে এবং পরস্পর তা আলোচনা করতে থাকে, তখনই তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হয়, তাদেরকে আল- াহ তা'আলার বিশেষ রহমত পরিবেষ্টন করে নেয় এবং ফেরেশতাগণ তাদের ঘিরে রাখেন এবং আল- াহ তা'আলা তাঁর নিকট উপস্থিত ফেরেশতাগণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে (ভাল গুণগুলো নিয়ে) আলোচনা করতে থাকেন।

মুসলিম

233. Abu Hurairah (R) reported that the Messenger of Allah said: 'Never do people gather in one of the houses of Allah to recite the book of Allah (i.e. The Quran) and teach it to each other without Allah's peace coming down upon them, mercy covering them (about their good deeds), angels surrounding them and Allah speaking of them to those who are with Him.'

Muslim

যৌন মিলন
Intercourse

২৩৪. হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসুল সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর নিকট যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে আসে, তখন সে যেন বলে: 'বিসমিল- াহি আল- াহুম্মা জানাবানাশ শাইতোয়ানা ওয়া জান্নাবি শাইতোয়ানা মা রাজ্জাকতানা (অর্থাৎ: হে আমাদের আল- াহ, শয়তানকে আমাদের নিকট হতে দূরে সরিয়ে দাও এবং তুমি আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে, তার নিকট হতেও শয়তানকে দূরে সরিয়ে রাখ।' এই দোয়ার পর যৌন মিলনের ফলে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি কোন সন্তান দান করেন, তাহলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

বোখারী

234. Ibn Abbas (R) reported that the Prophet said: "When one of you goes unto his wife and says: 'Bismi-llahi Allahumma Janabanash-Shaitana wa jannabi-Shaitana ma razaqtana (i.e. In the name of Allah; O Allah, ward off *Shaitan* from us, and ward off *Shaitan* from what You bestow on us)' and if a child is destined to them, *Shaitan* will not harm it."

Bukhari

২৩৫. হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত: ' আল- াহর রাসুল সালাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম যখন যৌন মিলনের পর ঘুমোতে চাইতেন, তখন তিনি প্রথমে তাঁর (সা.) গোপনীয় স্থানগুলো ধৌত করতেন, অতঃপর নামাজের জন্য ওজু করার মতো করে ওজু করতেন এবং ঘুমোতে যেতেন।'

বুখারী

235. Aisha (R) reported: 'The Prophet (Sm) when he wanted to sleep when he was *junub* (i.e. ritually impure after sexual intercourse), used to wash his (Sm) private parts and make ablutation for prayer'.

Bukhari

ক্ষমা
Forgivness

২৩৬. ওকবান ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "হে ওকবান! আমি কি তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সেরা বাসিন্দা সম্পর্কে অবগত করব?' ওকবান বললেন : 'হ্যাঁ।' নবী (সা.) বললেন: 'আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী তোমার আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করো, যে তোমাকে হতাশ করেছে তাকে দান করো এবং যে তোমাকে কষ্ট দিয়েছে, তাকে ক্ষমা করো।'

বাইহাকী

236. Oqban bin A'mer reported that the Messenger of Allah said: "O Oqban! shall I not inform you about the best characters from the inmates of this world and the next?' He answered: 'Yes.' Prophet said: 'You shall keep relationship with one who cut it off from you. You shall give one who disappointed you, and you shall pardon one who oppressed you."

Baihaqi

২৩৭. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল- াহর নবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: "ইমরান পুত্র মুসা (আ.) আল- াহকে প্রশ্ন করলেন : 'হে আমার মাবুদ! আপনার কাছে আপনার কোন বান্দা সবচেয়ে সম্মানিত?' আল- াহ সুবনাহু ওয়াতায়ালা বললেন: 'যার ক্ষমতা থাকা সত্বেও ক্ষমা করে দেয়।"

বাইহাকি

237. Abu Hurairah (R) reported: "The Messenger of Allah said that Hazrat Musa (A), son of Imran, had asked: "O my Lord! who is the best honourable of Thy servants to Thee?' Allah said: 'He who pardons when he is in a position of power."

Bahaqi.

আল- াহর স্মরণ
Remembrance of Allah

২৩৮. আব্দুল- াহ ইবনে খুবাইব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'তোমরা যখন কোন বিপদে পড়বে তখন পবিত্র কোরআনের শেষ তিনটি সুরা (যথা: কুলহু আল- াহ হু আহাদ, কুল আউজুবিরাব্বিল ফালাক, কুল আউজুবিরাব্বিন নাস) তিনবার করে পড়বে। ইহাই বিপদ মোকাবেলায় তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।'

আবু দাউদ, তিরমিযি

238. Abdullah Ibn Khubaib reported that the Messenger of Allah said: 'Read *Qul hu allah hu ahad*,' and the last two chapters (sura) of the Quran *(i.e. Qul Auju Be Rabbil Falaq and Qul Auju Be Rabbin Nas)* in evening and morning three times. This is sufficient for you in all respects.'

Abu Dawud, Tirmidhi

২৩৯. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম বলেছেন: 'সর্বোত্তম জিকির (স্মরণযোগ্য কথা) হচ্ছে: লা ইলাহা ইল- াল- াহ (অর্থাৎ, আল- াহ ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই)।'

তিরমিযি

239. Jabir (R) reported that the Messenger of Allah said: 'The best remembrance (of Allah) is la ilaha illa llah.' (i.e. there is no God except Allah.)'

Tirmidhi

মৌলিক মানবিক চাহিদা
Basic Human Needs

২৪০. আবু আসিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "একদিন রাতর বেলা রাসুল সাল- ালাহু আলাইহি ওয়াসাল- াম আমার নিকট আসলেন এবং আমাকে ডাকলেন। তৎক্ষণাৎ আমি ঘর থেকে বের হয়ে তাঁর (সা.) নিকট গেলাম। অতঃপর তিনি (সা.) আবু বকর (রা.) এর নিকট গমন করলেন তাঁকেও ডাকলেন এবং তিনি (রা.) বের হয়ে আসলেন। পরে হযরত উমর (রা.) এর নিকট গমন করলেন এবং তাঁকেও ডাকলেন। সুতরাং তিনিও বের হয়ে আসলেন। এবার রাসুল (সা.) আমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। অবশেষে জনৈক আনসারীর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং বাগানের মালিককে বললেন: 'আমাদের তাজা খেজুর খেতে দাও।' অমনি তিনি খেজুরের একটা ছড়া আমাদের সামনে এনে রাখলেন। আমরা সবাই উক্ত খেজুর খেলাম। অত:পর রাসুল (সা.) ঠা া পানি চেয়ে আনলেন এবং পান করলেন। এরপর রাসুল (সা.) বললেন: 'নিশ্চয়ই রোজ কেয়ামতের দিন এসব নিয়ামত সম্পর্কে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।' একথা শুনে হযরত উমর (রা.) খেজুরের ছড়াটি নিয়ে জমির ওপর আঘাত করলেন, এতে ছড়ার খেজুরগুলো রাসুল (সা.) সামনে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। অত:পর হযরত উমর (রা.) বললেন: 'ইয়া রাসুলুল- াহ! আমরা কি রোজ কিয়ামত দিবসে এ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসিত হব?' রাসুল (সা.) বললেন: 'হ্যাঁ, তবে তিনটি জিনিস সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে না। এগুলো হচ্ছে– (১) কাপড়ের সেই টুকরাটি যার দ্বারা মানুষ তার লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে; (২) র টির সেই টুকরাটি যার দ্বারা মানুষ তার ক্ষুধা নিবারন করে; (৩) এবং ঐ ছোট্ট ঘরখানি যাতে অবস্থান করে সে শীত ও গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা করে।"

আহমদ

240. Abu A'sib (R) reported: "The Messenger of Allah came out one night and passed by me. He called me, and then I came out to him. He then passed by Abu Bakar and called him and so he came out with him. Then he passed by Omar and called him and he came at with him, He went on till he entered a garden of a certain Helper (Ansar). He said to the owner of the garden: 'Feed us ripe dates.' He then brought a branch and placed it, whenupon the Holy Prophet and his companions ate. He then called for cold water, which he drank and said: 'You will be

asked about this blessing on the Resurrection Day.' Then Omar (R) took the branch and struck it on the ground till the dates scattered in presence of the Apostle of Allah. Then he enquried: 'O Messenger of Allah! Shall we be questioned about this on the Resurrection Day?' 'Yes', he (Sm) replied, 'except for three things: a rag which is sufficient for a man to cover his private parts, a particle of food which shuts up his hunger and a room where he takes shelter from heat and cold."

Ahmed

THE AUTHOR/ EDITOR

Professor Lt Col (BTFO) M Ataur Rahman Pir was born on 8th April, 1950 at Shologhar, Sunamganj. He studied Chemistry and passed the Honours in 1971 and Masters in 1972 (exam. held in 1974) from the University of Chittagong. Securing First Class, he achieved B.Ed in 2008 from National University, Bangladesh. Presently, he is enrolled for PhD and has been working in the field of Human Resource Development under New Age University, Italy. He started his teaching profession as lecturer in 1974 at Atharabari College, Mymensingh. In 1975, he shifted to Gouripur College, Mymensingh. Later, he joined Madan Mohan College, Sylhet as Assistant Professor of Chemistry in January 1980 and after serving in various important posts he was appointed Principal in 2002.

M Ataur Rahman Pir was commissioned under the Ministry of Defence in 1983 as an officer of Bangladesh National Cadet Corps and promoted to the rank of Lieutenant Colonel in 2006.

He was awarded Gold Medal by the Ministry of Education as the *Best Teacher* at National level in 2002 on the occasion of the observation of National Education Week. He received *International Humanitarian Award* in the field of Peace and Humanity in 2009 from the Indian Board of Alternative Medicines. He was awarded as the *Best Rover Scout Commissioner* of the Country in 2006 for his leadership in scouting and also received *Crest and Certificate of Honour* from Sylhet Muktijudhya Academy in 2001 for his remarkable contribution in the field of Community Service.

M Ataur Rahman Pir was the President of Rotary Club of Jalalabad in Rotary year 1997-98 and during his tenure he was adjudged as one of the *Best Presidents* of Rotary District-3280, Bangladesh. He is associated with many other socio-cultural organizations like Red Crescent Society; Jalalabad Disabled Rehabilitation Center and Hospital; Bangladesh Chemical Society etc. He is one of the members of the *Trustee Board* of Metropolitan University, Sylhet. He is the Founder Chairman of Shah Asod Ali Pir (Rh) Foundation, Sunamganj; Metropolitan Law College, Sylhet; Metropolitan Kindergarten, Sylhet and Sylhet Mobile Library.

M Ataur Rahman Pir is a person who, besides pursuing his profession, loves to dedicate his spare time for making Islam a better-understood religion and uphold the glory of Islam amongst all.

Professor Masud Khan
Ex-Principal
Santosh Islamic University Technical College
Tangail.